Name of the study area:
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion:
ID: IDI_AMR210_SLM_PUnQ_Bo_U_17Jan18

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	36	HSC	Unqualified drug seller	Both	10 years	Banglai	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। ভাই, আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করছি, যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ এবং বাসাবাড়িসমুহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে। এবং পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতার সময়ের জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা। তো ঔষধের দোকানের মালিক বা ইয়ে হিসাবে অথবা যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা প্রদান করেন, তার কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে, তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রি এবং সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তো আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেওয়া হবে, সেটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে। এবং এটা আমরা সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আইসিডিডিআরবিতে সংরক্ষন করবো। তো কেমন আছেন, ভাইজান?

উত্তরদাতা:আছি, ইনশাল্লাহ ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:আছেন। তাহলে আমরা কি শুরু করবো, ভাই?

উত্তরদাতা:ইনশাল্লাহ শুরু করেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধন্যবাদ। আপনি আপনার এই ঔষধের দোকান এবং এই পেশা সর্ম্পকে যদি একটু বিস্তারিত বলেন যে আপনি এই ঔষধের দোকানটা কিভাবে দিলেন। প্লাস হচ্ছে এখানে, এই পেশায় কতদিন আছেন। এই বিষয়ে যদি বিস্তারিত একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:ঔষধের দোকানে আমি এই পেশায় প্রায় এখানে টঙ্গীতে দশ বছর আছি।

প্রশ্নর্কতা:দশ বছর আছেন।

উত্তরদাতা:এটা পেশা মুলত আর্মি ফাস্ট এইড কোর্স থেকে আমি এবং আমার ওয়াইফ মেডিকেল ডিপ্লোমা করা। এই সুবির্ধাথে কিন্তু আমি এটা শুরু করি।

প্রশ্নর্কতা:তো বেশীরভাগ সময়ে কে বসে দোকানে?

উত্তরদাতা:উনিই বসে।

প্রশ্নর্কতা:উনি বসে। আপনি কখন বসেন?

উত্তরদাতা:আমি আমার ডিউটি এবসেন্টে বসি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি এখন আর্মিতে, বাংলাদেশের আর্মিতে চাকরি করেন।

উত্তরদাতা:আমি সেনা কল্যান সংস্থায়।

প্রশ্নর্কতা:চাকরি করেন। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:প্রশাসনে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এখানে যারা দোকানে আসে, কোন ধরনের ক্রেতা আসে, ঔষধ নিতে কারা আসে? সমাজের কোন শ্রেনীর মানুষ

উত্তরদাতা:এখানে মুলত প্রাথমিক চিকিৎসার যারা রোগী, ঠান্ডা, জ্বর, তারপর পাতলা পায়খানা ইত্যাদি এসব ধরনের তারপর পেট ব্যথা, বুক ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক জাতীয় সমস্যা ইত্যাদি ধরনের তারপর কাশি, জ্বর বিশেষ করে বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা তারপরে কাশি ঠান্ডা কাশি আবার গ্যাসের পয়জন হয়, এই ধরনের রোগী, শিশু। আবার মহিলা কিছু রোগী আসে। মুলত লিউকোরিয়া সমস্যা, তারপরে মিন্স প্রবলেম। তারপর কনসেপ্টিভ জাতীয় সমস্যা এই ধরনের

প্রশ্নর্কতা:কনসিভ, কনসিভ করার জন্য

উত্তরদাতা:তো কনসেপ্ট এখন মুলত ভালো ড্রাগ বের গয়ে গেছে। তো আমরা এটা প্রেসার মাপি। দেখি। প্রেসার যদি হানড্রেড, নিম্নে হানড্রেড থাকে। উপরেরটা সেভেন্টি এইটি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু ---------২:৪০এটা কিন্তু প্রেসার লো হলে, রক্ত শুন্যতা থাকলে কিন্তু ক্লিয়ার হবেনা। আমরা এই কারনে সাথে গ্লুকোজ বা ওরাল স্যালাইন অর্থাৎ প্রেসার নুন্যতম হানড্রেডের নীচে থাকলে দিইনা। আর হানড্রেড প্লাস করার জন্য কিন্তু আমরা এই ঔষধগুলা দিয়ে থাকি। গ্লুকোজ, ওরস্যালাইন, আয়রন ক্যাপসুল এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা এই কনসেপ্টিভ যে ট্যাবলেট করি। এগুলা মুলত আধুনিকই

প্রশ্নর্কতা:মনে কনসিভের কথা বলতেছেন যে কনসিভ করার

উত্তরদাতা:হ্যা। যে ট্যাবলেটগুলা বের করছে, ঐগুলা কিন্তু আমরা দিই। আর শিশুদেরকে পাতলা পায়খানা, বমি এগুলা আসলে আমরা কিন্তু ------ ৩:২৫ সিরাপ অথবা নিডাজক্সানাইড ইত্যাদি এগুলা দিয়ে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দিই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, বলেন।

উত্তরদাতা:আর জ্বর, কাশি ইত্যাদি রোগী আসলে কিন্তু আমরা প্রথম অবস্থায় কিন্তু এন্টিহিস্টামিন শুধু প্যারাসিটেমল দিয়ে চিকিৎসা শুরু করি। এরপরে তিনদিন পাঁচদিন যদি ওরা রোগী যদি সুস্থ না হয়, আরো বাড়তে থাকে তখন আমরা এমোক্সিসিলিন ড্রাগ অথবা ঠান্ডা জাতীয় রোগী, ঠান্ডা কাশি ইত্যাদি এজিথ্রোমাইসিন ড্রাগ ইত্যাদি এগুলো দিয়ে কিন্তু শুরু করি। এমোক্সিসিলিন, এজিথ্রোমাইসিন তারপর সেফিক্সিম। পাশাপাশি আপনার কফ সিরাপ

প্রশ্নর্কতা:এটা কি বাচ্চাদের নাকি বয়স্কদের, কাদেরকে?

উত্তরদাতা:বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সিরাপ অর্থাৎ যেটা পাউডার যেটা, সাসপেনসন ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:সাসপেনসন

উত্তরদাতা:বড়দের ক্ষেত্রে সেম ট্যাবলেট ঐ হিসাবে এন্টিবায়োটিক কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি। এটাতে মুলত সুস্থই হয়ে যায়। যেহেতু এন্টিবায়োটিক ডোজ যখন দিই, আমরা কিন্তু সাতদিন পর্যন্ত দিই। আর এন্টিহিস্টামিন দিলেও পাঁচদিন সাতদিন ইত্যাদি এভাবে খেতে বলি। তবে আমাদের কাছ থেকে এরা এভাবে অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারনে কিন্তু ফুল চিকিৎসা নেয়না। সাময়িক নিলেও কিন্তু

আমরা বলে দিই যে, আপনি এতদিন খাবেন। আর যদি ভালো হয়ে যান, যদি না খান, এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। নতুবা আপনার নিকটতম হাসপাতাল আছে সরকারি বা যেকোন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারেন।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি ওরা আবার যায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য? ৫:০০

উত্তরদাতা:হাসপাতালে যদি সুস্থ না হয়, বা আমাদের চিকিৎসায় যদি আরোগ্য লাভ না করে তাহলে যায়। আর যদি ভালো হয়ে যায়, বেশীরভাগই ভালো হয়ে যায়। সুস্থ যে হয়না, এরকম থাকেনা। বেশীরভাগই ভালো হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভাইজান, অনেক ধন্যবাদ। অনেক তথ্য জানতে পারলাম। তো আপনার দোকানে এখন কি কি ধরনের ঔষধ আছে মানে একটা হচ্ছে হিউম্যানের ঔষধ আর বলতেছিলেন যে এনিমেলের ঔষধ

উত্তরদাতা:প্রাথমিক চিকিৎসাও এনিমেলের

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। হিউম্যানের কি আছে? আগে হিউম্যানটা আমরা শুনি। তারপর এনিমেলেরটা

উত্তরদাতা:হিউম্যানের কোন ড্রাগের

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের, সাধারন ঔষধ, এন্টিবায়োটিক আর

উত্তরদাতা:সাধারনত সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, নিডাজক্সানাইড, সেফিক্সিম, সেফোরোক্সিম, পেনিসিলিন ড্রাগ আপনার এমোক্সিসিলিন, ফ্লুকক্সাসিলিন,লুকক্সাসিলিন তারপর মিথাইলফেনিসিলিন ইত্যাদি। ফেনিক্সিলিন, মিথাইল ফেনিক্সিলিন ইত্যাদি এসব ড্রাগ

প্রশ্নর্কতা:জ্বী ভাই। তারপরে? এগুলা বলতেছিলেন এন্টিবায়োটিক এর কথা বলতেছিলেন। আর সাধারন ঔষধ

উত্তরদাতা:ফাংগাল এন্টিবায়োটিক আমরা আপনার ফ্লুকনাজল ড্রাগ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি বর্তমানে বিশেষ করে সাথে যদি দাউদ একজিমা বেশী সিরিয়াস হয়, তাহলে ফ্লুক্সাসিলিন,ফ্লুকনাজল দিই। প্লাস ইকোনাজল ক্রিম এটা দিই। এগুলা ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো গেল এন্টিবায়োটিক। এছাড়া আর কি ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:এছাড়া আর এন্টিহিস্টামিন, মাল্টিভিটামিন সিরাপ, জিংক সিরাপ, ইডোডিকেন বা ঠান্ডা জাতীয় নন সেনসেডলি মানে এন্টি হিস্টামিন ইকোপেরাডিন মনে করেন কফ সিরাপ, এবোক্সল তারপর ইউনারি

প্রশ্নর্কতা:ইউনারি আছে

উত্তরদাতা:ইউনারি কফ, এডোভাস। এইসবই সিরাপ মুলত।

প্রশ্নর্কতা:তো অনেক কিছুই আছে।

উত্তরদাতা:পিউফিরিন, ----ইত্যাদি এসব ড্রাগ আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বড়দের ক্ষেত্রেও সেম অল্টারনেটিভ ৭:২০

প্রশ্নর্কতা:আছে। আর এনিমেলের ভাই বলতেছিলেন যে, এনিমেলের আপনি কিছু মেডিসিন এক কথা বলতেছিলেন। এনিমেলের কি আছে?

উত্তরদাতা:এনিমেলের যেটা মুলত আমরা যেটা আপনি বলছেন, রেনামাইসিন, সিপ্রোসিন ইত্যাদি এগুলা প্রাথমিকভাবে কেউ চাইলে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ব্যবহার করেন। মানে এনিমেলের, লোকজন চায়, ঔষধ চায় আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:চায়।

প্রশ্নর্কতা:চায়। তো এটা নিয়ে আমরা সামনে আরো কথা বলবো। তাহলে আমরা সামনের দিকে একটু আগাই। তো মানে ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপশনে আপনি একটু প্রেসক্রিপশন লিখিতভাবে দেন নাকি মৌখিকভাবে বলেন?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন আমরা মৌখিক ভাবে বুঝায় বলে দিই আর যদি কেউ বুঝতে অক্ষম হয়, তাহলে লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:লিখে দেন।

উত্তরদাতা বেশীরভাগই জটিল চিকিৎসাটা কিন্তু লিখে দিই ডোজ হিসাবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোথায় লিখে দেন এটা?

উত্তরদাতা:এটা সাদা প্যাডের ভিতরে ওরা বোঝার জন্য লিখে দিই। এমনে মুলত কোন ডাক্তারী প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করিনা। এটা নিয়মও না।

প্রশ্নর্কতা:আর যখন মানে এমনে মৌখিকভাবে দিচ্ছেন, ও কিভাবে খাবে এটা কিভাবে বোঝে?

উত্তরদাতা:এটা আমরা ঔষধকে উপরে লিখি, ডোজ লিখি, পিন মেরে স্টাপলার করি। দিয়ে দিই। ডোজ খেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন কিছু দেন? কোন চিহ্ন বা কিছু দেন?

উত্তরদাতা:চিহ্ন বেশীরভাগ দিইনা। আমরা লিখেই দিই বেশী ঔষধের উপরে। একটা কাগজ কেটে ছোট করে লিখি, পিন আপ করি। ডোজ লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:যেমন আমি একটা ফার্মেসিতে দেখতেছিলাম যে ঐ কেচি দিয়ে কোনা কেটে দিচ্ছিল।

উত্তরদাতা:এটা অনেকে ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোকে, হাসপাতালেও দেখি এটা করে। কেটে দেয় সংক্ষেপে বোঝার জন্য। যারা পড়ালেখা বোঝেনা, ওদের সুবির্ধাথে এটা করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু আপনি করেন

উত্তরদাতা:তো এরা যদি রোগী বলে যে, আপনি কাটি দেন, কয়টা কয় টাইম খাবো, তাহলে আপনার

প্রশ্নর্কতা:কেটে দেন।

উত্তরদাতা:কেটে দিই।

প্রশ্নর্কতা: নাহলে দেন না। তো মানে আপনার কাছে কি মনে হয় ভাই, সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা কি বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সহজে রোগীরাও নিচ্ছেনা প্রথমে আর আমরাও দিচ্ছিনা।

প্রশ্নর্কতা:না। আপনার কাছে ধরেন অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে এন্টিবায়োটিক এর ইউজটা কি বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর মুলত ইউজ বেড়ে যাচ্ছে। নাহয় রোগী সুস্থ হয়না।

প্রশ্নর্কতা:সুস্থ হয়না। ১০:০০

উত্তরদাতা:এন্টিহিস্টামিনে ঠান্ডা জনিত জ্বর কাশি ইত্যাদি কিন্তু এন্টিহিস্টামিন, প্যারাসিটেমল ভালো কাজ করেনা। দুইতিনদিন গেলে রোগী আরো দুর্বল হয়ে যায়। দেখা যায় যে, এন্টিহিস্টামিন আর প্যরাসিটেমল তাৎক্ষনিক সুস্থতার জন্য দেখতেছিযে, এন্টিবায়োটিক দিলে ওরা ভালো হয়ে যায় এবং আরোগ্য লাভ করে। ওরাই আরাম পায়।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি আপনার মতামত নাকি রোগীরাই চায়?

উত্তরদাতা:রোগীরাই চায়।

প্রশ্নর্কতা:রোগীরাই বলে যে, এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা:যে ঔষধ দিছেন প্রাথমিক, এতে আমাদের কাজ হচ্ছেনা ভালো। ---- ১০:১৮ যদি আপনি দিতে পারেন, দেন।

প্রশ্নর্কতা:মানে ওরা কি বোঝে সাধারন

উত্তরদাতা:আমরা দিতে পারি। আমরা দিই। কিন্তু উনারা যখন চায় বা আমরাও চিকিৎসা যখন কভার করে, তখন দিই। তখন পর্যন্ত আর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা হয়না। বিশেষ করে ঠান্ডা জ্বরে

প্রশ্নর্কতা: কেউ কি এসে অল্প করে চায় যে, সরাসরি এন্টিবায়োটিকের নাম বললো যে, আমাকে অমুক অমুকটা দেন। অমুক ঔষধ

উত্তরদাতা:ঐটা প্রেসক্রিপশনে যেটা দেয়

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন ছাড়া কি কেউ চায়?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন ছাড়া সহজে এন্টিবায়োটিক কেউ চায়না।

প্রশ্নর্কতা:চায়না।

উল্টরদাতা:বা আমরাও দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আপনারাও দেননা। তো মানে কোন কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনি সচরাচর বেশী লিখে থাকেন? এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলি। তো আপনি যখন ভাই কোন এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন মানে মৌখিকভাবে প্রেসক্রাইব করতেছেন, বলতেছেন। তখন কোন ধরনের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ বা উদ্বেগ কাজ করে আপনার মধ্যে? আমি আসলে এই রোগের জন্য কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক দিবো বা কোন মেডিসিনটা দেওয়া উচিত।

উত্তরদাতা:প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা আপনার ঠান্ডা, জ্বর, কাশি, এলার্জি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঠান্ডা জ্বর কাশির ক্ষেত্রে এমোক্সিসিলিন বা এজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সিম এগুলো দিয়ে শুরু করি। বিশেষ করে এমোক্সিসিলিনে যদি ফেইলিউর হয়, যে কাজ না করে তখন আমরা এজিথ্রোমাইসিন বা সেফিক্সিম, সেফোরোক্সিম ইত্যাদি শিশু এবং বয়স্ক, শিশুদেরকে আমরা সাসপেনসন, বয়স্কদের আমরা ট্যাবলেট ব্যবহার করে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইযে ব্যবহার করতেছেন এগুলা মানে কোন সময় কি

উত্তরদাতা:নুন্যতম সাতদিন আমরা খেতে বলি। এজিথ্রোমাইসিনের ক্ষেত্রে আমরা তিনদিন

প্রশ্নর্কতা:আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ভাই, এইযে দিচ্ছেন মেডিসিনটা মানে আপনি যখন দিতে গিয়ে নিজের মনে কোন সময় অঅসে মাথায় যে, এইযে মেডিসিনটা দিচ্ছি, এাঁ কি ঠিক হচ্ছে কিনা বা ঠিকমতো দিতে হচ্ছে, পারছি কিনা, কোন চ্যালেঞ্জ

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জেও যাইনা। এবং বলি যে যদি আপনি এটা খেয়ে ভালো লাগে, প্রথম পর্যায়ে দুইদিন বা তিনদিন যদি ভালো লাগে, আপনি এটা খায়, তাহলে সাতদিন দিই। যদি এটাতেও আপনি সাকসেস না হয়, মেডিকেলে

প্রশ্নর্কতা:মেডিকেলে যোগাযোগ করার জন্য। তার মানে নিজে কোন চ্যালেঞ্জ ফেস করেন?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ কোন কিছু আমরা নিইনা।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে এন্টিবায়োটিককে কত মাত্রায়, কত ডোজ, কতদিন খেতে হবে বা এটার সাইড এফেক্ট, রেজিস্ট্যান্স , এই সর্ম্পকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এ বমি বমি ভাব, এগুলো হতে পারে। তখন আমরা সাথে গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট, ডনপিরিডন ট্যাবলেট পাশাপাশি দিয়ে থাকি। যাদের এন্টিবায়োটিকের ডোজ ব্যবহার

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:প্রাথমিক এমোক্সিসিলিন দিয়ে শুরু করি। এরপর যদি কাজ নাহয়, এজিথ্রোমাইসিন বা সেফিক্সিম ইত্যাদি, সেফোরোক্সিম

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐযে সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে রোগীকে বলে দেন ঔষধ দেওয়ার সময়?

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট সর্ম্পকে এসব সমস্যা হতে পারে। বমি বমি ভাব, পাতলা পায়খানা। ইত্যাদি এগুলা কিন্তু এন্টিবায়োটিকের সাইড এফেক্ট।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এগুলা বলি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বলেন। আর

উত্তরদাতা:আর এই কারনে আমরা গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট এবং ডনপিরিডন ট্যাবলেট দিয়েও থাকি। ঐক্ষেত্রে আর হয়না সাইড এফেক্ট

প্রশ্নর্কতা:আর রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে কিছু বলেন? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে রোগীকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:রোগীকে বলি যে, আপনারা যদি এন্টিবায়োটিক ডোজ যদি পুরা না করেন, তাহলে ক্ষতি হতে পারে। কিডনি ক্ষতি হতে পারে বা রোগ থেমে থেমে আবার হতে পারে। এজন্য আপনারা এন্টিবায়োটিক ডোজ কিন্তু খেলে ডোজ নুন্যতম সাতদিন, দশদিন বা চৌদ্দদিন ইত্যাদি আটাশ দিন বিশেষ ক্ষেত্রে, এটা বলি। যেহেতু রোগীর যাতে ক্ষতি না হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসা বা আমাদের শরীরে রোগীর শরীর তো এখন, শরীর কিন্তু কোন ভুল খায়না। কথা বুঝেন নাই। এটা কিন্তু যা পাওনা, তাকে তাই দিতে হয়। এটা আপনার টাকা নাই দরিদ্রতা, এগুলা বুঝবেনা। ঐক্ষেত্রে আমরা যেটা চিকিৎসা কভার করে ঐটাই বলি।

প্রশ্নর্কতা:না, বললেন। কিন্তু যিনি নিচ্ছেন ঐ কাষ্টমার বা রোগী কি ঐটা নেয়? কোর্স কমপ্লিট করেন উনি?

উত্তরদাতা:বিশেষ করে দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য বিশেষ করে নিতে পারেনা। বিশেষ করে তিনদিন পাঁচদিন ইত্যাদি নেয়। পরে দরকার হলে টাকা সংগ্রহ করে আবার পুরা নেয়।

প্রশ্নর্কতা:বেশরিভাগ ক্ষেত্রে কি যদি আমরা পারসেন্টেজ হিসাব করি, কত পারসেন্ট লোক নেয় যদি আপনার একটা অভিজ্ঞতা, এই এরিয়ায় যারা আছে, ম্যাক্সিমাম কত পারসেন্ট লোক ধরেন যে, মানে ঔষধ ফুলকোর্স নেয়?

উত্তরদাতা:ফুলকোর্স

প্রশ্নর্কতা:কমপ্লিট করে বা

উত্তরদাতা:নুন্যতম ফোরটি পারসেন্ট।

প্রশ্নর্কতা:ফোরটি পারসেন্ট। আর সিক্সটি পারসেন্ট নেয়না।

উত্তরদাতা:সিক্সটি পারসেন্ট দুইদিন তিনদিন

প্রশ্নর্কতা:নেয়।

উত্তরদাতা:এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাধা দিই। একদিন দুইদিন বা একটা দুইটা, আমরাও দিইনা এবং ওদেরকে নিতে আমরা ইয়া করিনা, উৎসাহ করিনা।

প্রশ্নর্কতা:তো ওরা বিরক্ত হয়না যে, আমি পয়সা দিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমাকে

উত্তরদাতা:বা পরে নিয়ে যামু। বা নইলে আমরা হাসপাতালে যামু। বিশেষ করে নিয়ে নেয়। যেহেতু আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে দিলে মোটামুটি এইযে ফোরটি ফিফটি পারসেন্ট, এরা ফুল্লি নিয়ে যায়। আর যারা অর্থনৈতিক দুর্বল, এরা হাফ ডোজ ১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:এবং পরবর্তীতে ঐ রোগী গুলা কি আবার আসে? কোন সময় অসুস্থ হয়ে আসে?

উত্তরদাতা:হ্যা। যারা সুস্থ হয়, মোটামুটি কোন সমস্যা না হয়, ঐসব রোগী আসে। পরিচিত রোগী।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে যারা অল্প করে নিচ্ছে দুই তিনদিনের জন্য। ঐ রোগী কি আবার আপনার এখানে আসে?

উত্তরদাতা:ভালো হয়ে গেলে আসেনা কিন্তু ভালো না হলে আসে আরো নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ সময় কি ওরা ভালো হয়ে যাচ্ছে নাকি

উত্তরদাতা:বেশীরভাগই কিন্তু ভালো হয়ে যাচ্ছে। তিনদিনের মধ্যে

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়ে যাচ্ছে, না?

উত্তরদাতা:তিনদিন পাঁচদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য আর আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবেনা, এই সিদ্ধান্ত, এই ডিসিশানটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক, সিদ্ধান্ত কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা আপনি যদি বলতে পারেন

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার কাছে একজন রোগী আসলো। যেকোন একটা রোগ বললো যে ধরেন ঠান্ডা জ্বর বা কাশি যেকোন একটা বললো।

উত্তরদাতা: ঠান্ডা জ্বর কাশি আসলে আমরা এন্টিহিস্টামিন কফ সিরাপ দিই। আর

প্রশ্নর্কতা:না মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মানে আসলে একটা রোগ বললো, যে ভাই, আমার এই এই সমস্যা আমি ভুগতেছি। আপনি আমাকে ঔষধ দেন। এখন আপনার কাছে সাধারন ঔষধও আছে। এন্টিবায়োটিকও আছে। হারবালও আছে। আপনার অনেক ধরনের ঔষধ আছে। আপনার অনেক অপশন আছে। এখন আপনি এন্টিবায়োটিকটা কি দিবেন নাকি দিবেন না

উত্তরদাতা: আমরা সাধারনত প্যারাসিটেমল এবং কফ সিরাপ এন্টিহিস্টামিন টাইপের ইউজ করি।

প্রশ্নর্কতা:আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে এতগুলো তো সুযোগ আছে, অপশন আছে। এখন আপনি এন্টিবায়োটিক মেডিসিনটা দিবেন তাকে নাকি দিবেন না। এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু আমরা দিইনা। যেহেতু সে প্রথম শুরু করতেছি, ঐ ক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটেমল ঠান্ডা থাকলে এন্টিহিস্টামিন নন সেন্সিটিভ এন্টিহিস্টামিন আর সাথে কফ সিরাপ ইত্যাদি এগুলাই দিই। এগুলাতে অনেকেই ভালো হয়ে যায় বেশীরভাগ। এসব ঠান্ডা জ্বরের জন্য। আর যদি ভালো না হয়, যাদের লাঞ্চে অতিরিক্ত ঠান্ডা জমে যায়, কফ জমে যায়, ইনফেকশন থাকে। ঐক্ষেত্রে ভালো হয়না। তখন আমাদের কাছে যদি পুনরায় আসে, তখন আমরা এন্টিবায়োটিক, ঐযে নরমালি এমোক্সিসিলিন বা সেফিক্সিম ইত্যাদি বা এজিথ্রোমাইসিন ইত্যাদিগুলা

প্রশ্নর্কতা:তখন দেন।

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিনের ক্ষেত্রে আমরা সাতদিন দিয়ে থাকি। আর এজিথ্রোমাইসিন প্রাথমিক পর্যায়ে তিনদিন চারদিন পাঁচদিন দিই। এভাবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকের যে দাম বা বাজারমুল্য, এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উত্তরদাতা:ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে আছে।

প্রশ্নর্কতা: বাইরে আছে। কেন?

উত্তরদাতা:বাড়তেছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন মনে হচ্ছে এটা বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:ক্রয় ক্ষমতা যেগুলা মনে করেন আপনার সেফিক্সিম, আরামদায়ক বা ঐটাই দাম বেশী বাড়ছে। সেফিক্সিম বাড়ছে, এজিথ্রোমাইসিন বাড়ছে। এমোক্সিসিলিন যেটা একটু কম দামী বা প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করি, ঐটা কিন্তু বেশী বাড়ে নাই। হাই কোয়ালিটির এন্টিবায়োটিক এটার দাম বেশী বাড়ছে।

প্রশ্নর্কতা:বেশী বেড়ে গেছে।

উত্তরদাতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিন বাড়ছে। সেফিক্সিম বাড়ছে। এজিথ্রোমাইসিন এই তিনটা বাড়ছে। আর ক্লিন্ডামাইসিন

প্রশ্নর্কতা:ক্লিন্ডামাইসিন, আচ্ছা। আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন একজন ভোক্তা বা গ্রহীতা, যিনি মেডিসিন নিচ্ছে, একজন পেশেন্ট, সে যে পরিমান টাকা এন্টিবায়োটিকের পেছনে খরচ করতেছে, সে পরিমান বেনিফিট কি সে পায়? ঐ মেডিসিন থেকে?

উত্তরদাতা:মেডিসিন থেকে বেনিফিট

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক থেকে মেইনলি এন্টিবায়োটিক থেকে বেনিফিট পায়?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক থেকে মুলত এনটি পারসেন্ট পাচ্ছে আমার মনে হয়। ভালো যে ঔষধ, ব্র্যান্ডের যে ঔষধ দেওয়া হয়, তার লাইসেন্স অনুমোদিত। এইটি পারসেন্ট

প্রশ্নর্কতা:এইটি পারসেন্ট পাচ্ছে।

উত্তরদাতা:এখানে স্কয়ারও এইটি বা সেভেন্টি, এর মধ্যে পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:স্কয়ারের মতো কোম্পানিও?

উত্তরদাতা:স্কয়ারের মতো কোম্পানি আমার মনে হয় মেডিসিন কোম্পানির মধ্যে একশো পিছিয়ে আছে ব্র্যান্ডের মধ্যে। মানুষে চিনে, সবার পরিচিত। এজন্য দামও বাড়তি আবার চায়, সবার পরিচিত হিসাবে।

প্রশ্নর্কতা:পরিচিত হিসাবে। আচ্ছা। লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে? তারা কি ফুল কোর্স নেয় নাকি করে নেয় প্রথমে এন্টিবায়োটিকটা?

উত্তরদাতা:প্রথম পর্যায়ে যেহেতু ফার্মেসির কাছ থেকে যদি ওরা ব্যবস্থা করে নেয়, তিনদিনের বেশী নিতে চায়না। এন্টিবায়োটিক কোর্স তো অথচ সাতদিন পর্যন্ত নিয়মিত খাওয়া উচিত। এজিথ্রোমাইসিনের ক্ষেত্রে তিনদিন।

প্রশ্নর্কতা:না। এটা তো নিয়ম। কিন্তু লেঅকজন সাধারনত কি করে? মানে অল্প করে নেয় প্রথমে নাকি পুরাকোর্সই নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:যাদের সার্মথ্য আছে বা যারা খেয়ে সুস্থ হতে চায়, এরা ফুল কোর্স কিনে নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা যদি আপনি পারসেন্টেজে বলেন যে কত পারসেন্ট

উত্তরদাতা:কেউ অসুস্থ হলেও কিন্তু নিচ্ছেনা।

প্রশ্নর্কতা:যদি পারসেন্টেজে বলেন যে, এই এরিয়ার কথা চিন্তা করে আপনার এরিয়াতে। কত পারসেন্ট লোক মানে ফুল কোর্স নিচ্ছে?

উত্তরদাতা:ফুল কোর্স মনে হয় যে, নুন্যতম টুয়েন্টি পারসেন্ট। ২০:০০

প্রশ্নর্কতা:টুয়েন্টি পারসেন্ট নিয়ে যায়। আর এইটি পারসেন্ট হচ্ছে ফুল নিচ্ছেনা। আচ্ছা লোকজন সাধারনত, এটা তো জিজ্ঞেস করলামই, আচ্ছা আপনি কি প্রেসক্রিপশনে বা যখন মৌখিকভাবে প্রেসক্রিপশন করতেছেন, ঔষধ দিচ্ছেন। অন্যান্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটাকে বেশী প্রাধান্য দেন? সাধারন বা হারবাল বলেন, মেডিসিন থেকে এন্টিবায়োটিকটা লোকজন যাতে বেশী নেয় এজন্য উৎসাহিত

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক মুলত সিরিয়াস রোগীর ক্ষেত্রে সাধারনত দেওয়া, আমরাও দিই, রোগীরাও খায়। বড় ডাক্তাররাও দেয়। আর বড় ডাক্তাররা দিতেই কিন্তু এন্টিবায়োটিক ছাড়া এন্টিহিস্টামিন দিয়ে শুরুই করেনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন? তারা এরকম একদম প্রথমেই এন্টিবায়োটিকে চলে যাচ্ছে কেন?

উত্তরদাতা:তারা মনে করে যে, রোগীকে যদি এন্টিবায়োটিক না দিই, তাদের রোগ, আমি যেটা মনে করি আরকি। মনে হয় যে, রোগ ভালো হবেনা। রোগী আর তার কাছে যাবেনা। এই কারনে দেখি যে ওরা ভালো হাই এন্টিবায়োটিক দেয়। এটা সেফিক্সিম বাদ দিয়ে মনে করেন ক্লেরিথ্রোমাইসিন, এই সেফোরোক্সিম, নুন্যতম সেফিক্সিম, এজিথ্রোমাইসিন এগুলা দিয়ে শুরু করে। নিম্নে। এমোক্সিসিলিন এগুলা মনে হয় যে, ব্যবহারই করেনা বড় ডাক্তাররা বর্তমানে যেটা দেখতেছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিকের মানে পার্থক্যটা কি? সাধারন ঔষধ একপাশে যদি আমরা চিন্তা করি সাধারন ঔষধ একপাশে এন্টিবায়োটিক। এই দুইটা মেডিসিনের মধ্যে পার্থক্য আছে, ডিফারেন্স?

উত্তরদাতা:পার্থক্য আছে অনেক।

প্রশ্নর্কতা:কি?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকের পার্থক্যটা মুলত জীবানু সংক্রম ধ্বংসকারী এবং রোগটাকে মনে করেন দমিয়ে রাখে। আর বৃদ্ধি হতে দেয়না। এক্ষেত্রে কিন্তু মুলত এন্টিবায়োটিকটা প্রাধান্য পায় বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আর সাধারন ঔষধ?

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধ কিন্তু জিনিসটা রানিং এ রাখে। স্লোভাবে কাজ করে। আস্তে আস্তে আরোগ্য হয় রোগী। ততক্ষন পর্যন্ত অনেকে ধৈর্য্য ধরতে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন পার্থক্য কি আছে ভাই, দুইটার মধ্যে?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট পার্থক্য বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকের যদি কোর্স পুরা না হয় বা সাথে যদি গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ না খায়, রোগীর কিন্তু কিছু সাইড এফেক্ট হতে পারে। কিডনি এফেক্ট হতে পারে। পানি শুন্যতা দেখা দিতে পারে। পেট ব্যথা হতে পারে। দুর্বল রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তুএন্টিবায়োটিকে শরীর দুর্বল করে ফেলে। তখন আমরা যদি দিয়ে থাকি, তখন তাদেরকে স্যালাইন, ভিটামিন ইত্যাদি এগুলা খেতে বলি। এবং রেষ্টে থাকতে বলি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। যেটা, লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চায়? যে কোন প্রেসক্রিপশন

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন, যারা চায়, ওরা কিন্তু প্রেসক্রিপশনের ঔষধের নাম ধরে এন্টিবায়োটিক চেয়ে নিয়ে যায়। এখন যে নিয়ে গেল নিশ্চয় ও প্রেসক্রিপশনের রোগী। ও প্রেসক্রিপশন ছড়া যেটা, এটা চেয়ে নিয়ে গেল।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে

উত্তরদাতা:তারা ঔষধ চেনেনা। চায়তে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে একদম প্রেসক্রিপশন নেই, হয়তো নেই বা করে নাই। এরকম আসে লোকজন যে আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন।

উত্তরদাতা:না। ঐভাবে রোগীরা প্রাথমিক পর্যায়ে এন্টিবায়োটিক চেয়ে নেয়না। আমরাও দিইনা। বিশেষ করে রোগ ক্ষেত্রে ওরা চায় যদি অসুস্থতা বোধ করে।

প্রশ্নর্কতা:আপনিনন কি মুখে মুখে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন নাকি লিখিতভাবে দেন।

উত্তরদাতা:না। আমরা মুলত রোগীকে ডোজ লিখে দিই। ডোজ লিখি, ঔষধের গায়ে ডোজ লিখি। পিন আপ করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন, আমরা এখন ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরী ভুমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা:কার্যকরী ভুমিকা মনে করেন সিক্সটি পারসেন্টের মতো কার্যকরী, আমার মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কেন সিক্সটি পারসেন্ট মনে হয়?

উত্তরদাতা:ঔষধের কোয়ালিটির দিক দিয়ে আমার সন্দেহ আছে।

প্রশ্নর্কতা:সন্দেহ আছে? আচ্ছা। তো কি কি উপায়ে এন্টিবায়োটিকটা শরীরে কাজ করে মানে ধরেন একজনের শরীরে এন্টিবায়োটিকটা খেলো। ঐটা শরীরে কিভাবে কাজ করতেছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা খেলো, কিভাবে কাজ করতেছে, এটা তো আর আমরা উপরে দেখতে পারিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে যতটুকু

উত্তরদাতা:আমরা রোগীকে জিজ্ঞাসা করি যে আবার আসলে যে কাজ করতেছে কিনা। বা আরাম পায়তেছে কিনা। মনে করেন যেমন, ঠান্ডা কাশির রোগী, জ্বরের রোগী, পাঁচ সাতদিনের ক্ষেত্রে যদি আমরা ওভার হয়ে যায়, তখন এন্টিবায়োটিক দিই। এন্টিবায়োটিক ডোজ খাওয়ার পর যদি ওরা ভালো হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি, কাজ করতেছে বা কাজ করতেছে না।

প্রশ্নর্কতা:আর এছাড়া এমনে বডিতে যখন এন্টিবায়োটিক মেডিসিনটটা ঢুকতেছে, তখন ঐটা ঢুকে যেয়ে কিভাবে কাজ করতেছে? এটা কোন কিছু বলতে পারবেন, এই বিষয়ে?

উত্তরদাতা: বডিতে ঢুকে এটা মুলত আমরা মেডিসিনের উপরে তো হোল ইযা করিনা। তবে আমরা, যেটা আমরা নিজেরা খেয়ে আরোগ্য লাভ করি, বুঝতে পারি আরাম

প্রশ্নর্কতা:আরাম লাগতেছে।

উত্তরদাতা:আরাম লাগতেছে। ঐ হিসাবে আমরা দিয়ে থাকি। নিজেদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এই এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:ডাক্তারী ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন দেখি, তারপর

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইযে অনেকগুলা এন্টিবায়োটিকের কথা বললেন। এদের মধ্যে কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা সবচেয়ে ভালো মতো কাজ করে বলে আপনি মনে করেন। অনেকগুলো তো গ্রুপ আছে এন্টিবায়োটিকের। কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক গ্রুপের রোগ ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর আপনার কাজ বলতে হবে। যেমন মনে করেন আপনার ঠান্ডা জ্বর ইত্যাদি এই প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের ঠান্ডা জনিত ঠান্ডা জ্বর কাশি ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে এমোক্সিসিলিন কাজ করে। আর ঐটাও যদি এমোক্সিসিলেনে কাজ না করে তখন এজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সিম, সেফোরোক্সিম এগুলা ভালো কাজ করে। ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:মানে একটু গ্রুপটা যদি বলেন, কোন গ্রুপ, এটা তো মেডিসিনের ট্রেড নেম না?

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন, এজিথ্রোমাইসিন, সেফিক্সিম, সেফোরোক্সিম

প্রশ্নর্কতা:এগুলা গ্রুপ তো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা ভালো কাজ করে। জ্বী। আর?

উত্তরদাতা:এমাক্সিসিলিন প্লাস, ক্লাবুলানিক এসিড কম্বিনেশন। তারপর ক্লারিথ্রোমাইসিন। এরিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি। আর পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এমোক্সিসিলিন, ফ্লুকক্সাসিলিন। ফ্লক্সাসিলিন তারপর ফেনিক্সিমিথাইল পেনিসিলিন ইত্যাদি এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কাজ করে। তো এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এটা কি, এটা কি একটু খুলে বলেতে পারবেন। যে আমরা যে শব্দটা বারবার বলি, অনেকে বলে যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স, ঐটা সম্বন্ধে আমাদের ঐরকম কোন

প্রশ্নর্কতা:মানে একটু আগে আমাকে বলতেছিলেন যে, মেডিকেল রেজিস্ট্যান্স বলতেছিলেন, একটু আগে

উত্তরদাতা:কোয়ালিটি

প্রশ্নর্কতা:না। রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, আমরা বলি না? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। এই একটা শব্দ, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে

উত্তরদাতা:ডেমেজের

প্রশ্নর্কতা:রেজিস্ট্যান্স ধরেন একটা অসুখ হলো। এন্টিবায়োটিক এর কোর্স দিলেন সাতদিন। সে পুরাটা খেলোনা। তাহলে কি সে সুস্থ হবে নাকি আবার হবে অসুখটা তার?

উত্তরদাতা:এটা আপনার কোর্সটা মনে করেন নুন্যতম সাতদিন বা দশ দিন, চৌদ্দদিন এভাবে যদি না খায়, তাহলে সুস্থ হয়ও না। বারবার কিন্তু তার

প্রশ্নর্কতা:হবে।

উত্তরদাতা:হবে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে আমরা বলি এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:এটা আমাদের ক্ষেত্রেও তাই।

প্রশ্নর্কতা:আমরা বলি, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। এই রেজিস্ট্যান্স শব্দটি শুনেন নাই? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স বলতে আমরা কোর্স হিসাবে আমরা জিনিসটা

প্রশ্নর্কতা:কি, একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:সাতদিন, দশদিন, চৌদ্দদিন, আটাশ দিন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে

প্রশ্নর্কতা:আটাশ দিন পর্যন্ত খেতে হয়? কখন মানে কি কারনে আটাশ দিন?

উত্তরদাতা:অনেক দিন পর্যন্ত এটা অনেক ক্ষেত্রে মনে করেন কাঁটা ছেড়া রোগী, এক্সিডেন্ট রোগী, ক্ষত ইনফেকশন ইত্যাদি এসব রোগী আটাশ দিন খেতে হয়। সিজার ডেলিভারি, ইনফেকশন ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে। আর ঠান্ডা জনিত এসব ক্ষেত্রে, নরমাল কাঁটাছেড়ায় সাতদিন নুন্যতম দশদিন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ফিল আপ করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা কি বলতে পারবেন যে এঁার মানেটা কি আসলে? আমরা যে বারবার বলি এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে। রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে, এটা তো নিয়ে আর আমরা ইয়া করিনা। তবে আমরা যেটা বুঝি, আপনারা যেটা বুঝেন, অনেক সময় ভাষার মধ্যে ডিফারেন্স। কিন্তু এটা মুলত ভাব অর্থাৎ ভাষা প্রকাশটা বুঝি আমি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা?

উত্তরদাতা:ভাব প্রকাশটা বুঝি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ধরেন মানে তাহলে যদি কোর্স কমপ্লিট না করলে তাহলে আবার তার সমস্যাটা বারবার হচ্ছে। এরকম আপনি বলছেন।

উত্তরদাতা:এটা বলছি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এটা বলছেন। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও। আমরা যদি ফিল আপ না করি দেখি পুনরায় রোগ দেখা দিচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো কি কি কারনে মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়, এটা আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যদি কোর্স কমপ্লিট না করে। তাহলে এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? এন্টিবায়োটিক যাতে রেজিস্ট্যান্স না হয়, এটার জন্য বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কি কোর্স বন্ধ করার জন্য?

প্রশ্নর্কতা:মানে যদি ঐযে রোগটা কোর্স কমপ্লিট না করলে যে বারবার যাতে হচ্ছে, এই যাতে রোগটা বারবার না হয়, এজন্য আমরা কি করতে পারি।

উত্তরদাতা:এটা আমরা রেজিস্ট্যান্স ফিল আপ করতে পারি। ফুল কোর্স। তাছাড়া নতুবা বড় ডাক্তার বা হাসপাতাল পরীক্ষা নীরিক্ষা আপনি যদি ইচ্ছাকুতভাবে না করেন রেজিস্ট্যান্স বা দুর্বলতা বোধ করেন চিকিৎসা তাহলে আপনি পরীক্ষা নীরিক্ষা বা হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক যে দিচ্ছেন, এটা একটা নিয়ম অনুযায়ী মেডিসিনটা খেতে হবে। তাহলে এখন একজন রোগী যে ঔষধটা নিয়ে নিয়মমাফিক যে খাওয়া, তার জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ না?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্নর্কতা:চ্যালেঞ্জ। তো মানে এরা কোন চ্যালেঞ্জ ফেস করে মানে এন্টিবায়োটিক খায়তে গিয়ে ধরেন টাইম, নিয়মমাফিক টাইম মতো খাওয়া?

উত্তরদাতা:টাইম ওরা কিন্তু অনেকেই বেশীরভাগ অনেক ক্ষেত্রে ডেইলি চারবার কোর্স হলে অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ করতে পারেনা। দুইবার ভালো করতে পারে। চাকরি করে। গার্মেন্টসে চাকরি করে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:টাইম পায়না বা মনে থাকেনা ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় নেয়ার পরও কিন্তু খায়তে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে নিয়মমাফিক সে খাচ্ছেনা। তাহলে একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে, তার সমস্যা হবে না তো?

উত্তরদাতা:সমস্যা হয়ে গেলে মুলত ঔষধের এই কাজটা আর রানিং এ থাকেনা। স্লো হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি সমস্যা হয়ে যায় তার পরবর্তীতে তাহলে?

উত্তরদাতা:তখনো সমস্যা হতে পারে আপনার। মনে করেন যেসব ক্ষেত্রে আপনার ঠান্ডাটা জ্বর টা মনে করেন বেড়ে যেতে পারে বা বিশেষ করে আমার বিবেকে যেটা মনে করেন কিডনিতে দেখি যে জিনিসটা আমরা বা পেটে নিম্নদেশ মনে হয় যে, ব্যথা ব্যথা ইত্যাদি বা এসব ধরনের অনুভব হয়। ৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এবার আমরা একটু নীতিমালা বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। এটা হচ্ছে সাধারন ঔষধ বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে, দেখাশুনা করে এরকম কোন পর্যবেক্ষক বা অফিস নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন? কোন অফিস আছে যে এন্টিবায়োটিক যে ইউজ হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, এটা এসে ওরা মাঝেমধ্যে দেখাশনা করে?

উত্তরদাতা:না। দেখাশুনা করেনা। এরকম আমার জানামতে এখনো আমি পাইনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। নেই। তো যেটা বলছিলাম যে, এরকম কোন অফিস সর্ম্পকে আপনার জানা নেই। না? তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারী নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন যে সরকারী কোন নীতিমালা আছে কিনা বাংলাদেশে?

উত্তরদাতা:বাংলাদেশে সরকারের নীতিমালা, ড্রাগ এসোসিয়েশনে ঐটা আছে কিনা, এটা আমরা পত্রপত্রিকায় যেটা দেখি, আমার জানামতে আছে। তবে এটা আমাদের মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে বা পাড়া পর্যায়ে এরকম কোন ইয়া আসে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আসে নাই। তো আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা সরকারী নীতিমালা বা নৈতিক আচরনবিধির প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরদাতা:নীতিমালা, প্রেসক্রিপশন প্লাস ড্রাগ অর্থাৎ কোর্স কমপ্লিট করে খাওয়া, এটা প্রয়োজন, আমি মনে করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে নীতিমালা প্রয়োজন আছে বাংলাদেশে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কেন প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:কারন এন্টিবায়োটিকে যদি নীতিমালা পালন না করে তাহলে আপনার রোগ ভালো হবেনা। শরীরে বিভিন্ন ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে কিডনি লিভার ইত্যাদি এসব ইরিমা জাতীয় পানি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐজন্য নীতিমালার প্রয়োজন।

উত্তরদাতা:আর এন্টিবায়োটিক আপনার প্রয়োগ করতে হলে সাথে ঐযে গ্যাষ্ট্রিকের প্রতিষেধক ঔষধ ড্রাগ ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক দিলে তখন ঐগুলা খেতে হবে। আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন কিছু সেবাদানকারী বা এই ধরনের কিছু দোকান আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে। সেটা ডাক্তার বা যে কোন এই ধরনের দোকান, হয়তো এন্টিবায়োটিক লাগবেনা। কিন্তু সে সরাসরি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিল।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আসলে এটা ধর্মীয় তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করেনা, ওদের ক্ষেত্রে বড় ডাক্তারেরও নিয়ম তাই। ফার্মেসিতেও হয় আমার জানামতে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন তারা এই কাজটা করতেছে?

উত্তরদাতা:এরা নিজের স্বার্থকে দেখে। রোগীর স্বার্থ কেউ দেখেনা। আর যারা বিশেষ করে চিকিৎসাকে আপনার অমান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করেনা, আমি মনে করি যে এটা।

প্রশ্নর্কতা:সুন্দর।

উত্তরদাতা:মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় পাবেনা, ততক্ষন পর্যন্ত সুস্থ চিকিৎসা, সে যত বড় ডাক্তারই হোক দিতে পারবেনা। ডাক্তাররাও হয়রানি করবে। অতিরিক্ত পরীক্ষা নীরিক্ষা দিয়ে থাকে। বিশেষ করে আমি যেটা বড় ডাক্তারদের ক্ষেত্রে, গেলে কিন্তু পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়া অনেকে ঔষধও দেয়না। যেটা হাসপাতালে খরচ ব্যায় বহন করার জন্য বা যেটা এটা সবাই জানে মুলত।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে সর----৩৩:০০ আর্থিক লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে? যিনি দিচ্ছেন, তার আর্থিক লাভের জন্য।

উত্তরদাতা:আর্থিক লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক মুলত

প্রশ্নর্কতা: যে নরমাল ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকের দাম বেশী। আমি সরাসরি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই। এটা চিন্তা করে কেউ এন্টিবায়োটিক সরাসরি দিতে পারে?

উত্তরদাতা:এটা চিন্তা করে ঐযে যারা অসৎ মনের

প্রশ্নর্কতা:ঐযে তাকওয়া বলতেছিলেন।

উত্তরদাতা:তাকওয়া, ভয় করেনা। মেনে চলেনা। এরাই দিয়ে থাকে। বড় ডাক্তার বা ফার্মেসি।

প্রশ্নর্কতা:এরা দিয়ে থাকে। এই ধরনের শুনছেন ঘটনা যে মানে কেউ দিচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সচরাচর প্রেসক্রিপশনে বা ইয়েতে দেখেন?

উত্তরদাতা:সচরাচর ফার্মেসিতে বিশেষ করে যারা তাকওয়া নেই যাদের মধ্যে, ভয় করেনা।

প্রশ্নর্কতা:বড় ডাক্তার যারা কোয়ালিফাইড, এমবিবিএস তারাও

উত্তরদাতা:বড় ডাক্তাররাও কিন্তু ঐযে রোগ ভালো হয়না, এক্ষেত্রে হবেনা বা এরা রোগী পাবেনা। এন্টিবায়োটিক দিলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। মনে করে ওরাও কিন্তু এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক লিখছে।

উত্তরদাতা:শুরুতেই দিয়ে দেয় দেখি।

প্রশ্নর্কতা:শুরুতেই দিয়ে দিচ্ছে।

উত্তরদাতা:আমরা রোগীকে জিজ্ঞেস করি বা প্রেসক্রিপশন দেখি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভাইজান, আপনি কি ভোক্তার অধিকার মানে কনজিউমার রাইটস, ভোক্তার অধিকার, এই সর্ম্পকে জানেন? এটা কি আসলে?

উত্তরদাতা:এটা ভোক্তার অধিকার কিন্তু লঙ্ঘন হচ্ছে আমার জানামতে।

প্রশ্নর্কতা:ভোক্তার অধিকার জিনিসটা কি? যদি আমরা

উত্তরদাতা:ভোক্তার অধিকার জিনিসটা বলতে আমাদের মনে করেন সামাজিক জীবনে যেটা আমাদের পাওনা, এটা পাইনা, যেটা লঙ্ঘন হয়, এটাকে ভোক্তার অধিকার বলে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ভোক্তা হিসাবে প্রত্যেকেরই একটা জিনিস

উত্তরদাতা:আমি পাওনা জিনিসটা

প্রশ্নর্কতা:রাইট আছে।

উত্তরদাতা:চিকিৎসাটা পাওনার মনে করেন ফার্মেসির কাছে যে চিকিৎসাটা পাওনা, বড় ডাক্তারের কাছে যে চিকিৎসাটা পাওনা, সরকারের কাছে যেটা পাওনা, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা চিকিৎসা যেটা আমার পাওনা, পাইনা। এটাই ভোক্তার অধিকার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আমরা যে পাইনা মানে কেন পাইনা?

উত্তরদাতা:পাইনা ঐটা। দিতে পারে অনেকে। দেয়না। হয়রানি এবং নিজের স্বার্থ

প্রশ্নর্কতা:নিজের স্বার্থ

উত্তরদাতা: বড় দেখা বা রোগীর স্বার্থকে ছোট বা দুর্বল মনে করে দেখা বা ধর্মীয় তাকওয়া বা আল্লাহকে না মানা ৩৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনার একটা অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটু বলেন একটা ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক এর ইউজটা যাতে সঠিকভাবে যথাযথভাবে লেখা হয়, তার জন্য কি ধরনের ইনেশিয়েটিভ বা পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?কি কি ব্যবস্থা নিলে একটা প্রেসক্রিপশনে সুন্দরমতো এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:সুন্দরভাবে মনে করেন এখন যারা গরীব, দুর্বল, ওদের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকটা সরকারী হসপিটালে আমি মনে করি যদি দিয়ে দেয়। চিকিৎসা করি ডাক্তারের, এটাই সবচেয়ে ভালো হয়। আর যারা পয়সাওয়ালা বা হাসপাতালকে ডিনে করে, বড় ডাক্তারের কাছে যায়। বড় ডাক্তারেরা এটা সর্ম্পূন ডোজ করে দিলে ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে বড়লোকদের জন্য প্রেসক্রিপশনে যথাযথভাবে লিখে দিলে আর গরীবদের জন্য হসপিটালে দিলে ভালো হয়।

উত্তরদাতা:হসপিটালে ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আর প্রেসক্রিপশন এমনে যেকোন ডাক্তারে বা যে কেউ যারা এই পেশার সাথে জড়িত, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার সাথে, তারা কি ধরনের পরামর্শ লেখা উচিত?য়।

উত্তরদাতা:এটা ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট, ফার্মেসি কোর্স এরা বিশেষ করে প্রেসক্রিপশন করা এদের জন্য, পক্ষে আমি যুক্তি মনে করিনা। কারন, এরা কোন সার্টিফিকেট কোন ডাক্তার না। ড্রাগ লাইসেন্সও তা সর্মথন করিনা। আমরাও করিনা। এটা বড় ডাক্তাররাই করে প্রেসক্রিপশন। এটাই কার্যকারী। যেমন রিস্কও তারা বহন করবে। বড় ডাক্তার এবং হাসপাতাল।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা, জনসংখ্যা তো অনেক। এত কোয়ালিফাইড ডক্টরও তো আমাদের নাই। এটাও তো একটা সমস্যা।

উত্তরদাতা:কোয়ালিফাইড ডাক্তার না থাকলে যারা ফার্মেসি, নুন্যতম ইন্টারমিডিয়েট বা ডিগ্রী ভালো লেখাপড়া করে মেডিসিনের উপরে ডিপ্লোমা অথবা মনে করেন ভালো কারো, বড় ডাক্তারের বা হাসপাতালে কোর্স ইত্যাদি যদি মনে করেন করে, আমার মনে হয় তারা প্রাথমিক চিকিৎসা ভালো পারবে।

প্রশ্নর্কতা:- আপনার কাছে কি মনে হয় ড্রাগ কোম্পানি বা ঔষধ কোম্পানিগুলো রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে তারা প্রভাবিত করতে পারে? তারা উৎসাহিত করতে পারে?

উত্তরদাতা:ওরা প্রভাবিত করতে পারেনা। প্রভাবিত করে ডাক্তার এবং এই ফার্মেসি, গ্রাম্য ডাক্তার ইত্যাদি

প্রশ্নর্কতা:এরা করে। ঔষধ কোম্পানিগুলা

উত্তরদাতা:ঔষধ কোম্পানিগুলা তো আর চিকিৎসা দেয়না বা ওরা জনগনের সাথে

প্রশ্নর্কতা:আপনাদেরকে এসে বলে না যে, ভাই আমার এই এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:এটা বলার নিয়মও না। এবং আমাদের কাছে চান্সও পাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:উনারা কি বলে?

উত্তরদাতা:উনারা যার যেটা চাহিদা আছে, অর্ডার নেয়। অর্ডার হিসাবে ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর হচ্ছে লোকজন সাধারনত এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় বেশী যায়, সরকারী হাসপাতাল বা দোকানে

উত্তরদাতা:হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হয় বেশী। সরকারী হাসপাতালে।

প্রশ্নর্কতা:হাসপাতাল। ঐখানে কেন যায়?

উত্তরদাতা:ঐখানে যায়, যাতে তারা দরিদ্র যারা বেশী, ঐ শ্যেনীর লোকেরাই বেশী যায়। যাতে তারা আর্থিক সুবিধা টা ভোগ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেয়না হাসপাতাল

প্রশ্নর্কতা:তখন তারা কোথায় যায়?

উত্তরদাতা:ঐযে ভোক্তার

প্রশ্নর্কতা:অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তখন তারা ফার্মেসিতে মুখাপেক্ষী হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর একটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে, মেয়াদোর্ত্তীন, যে সমস্ত আপনার এখানে মেডিসেন আছে, এই ধরেন এক্সপায়ার ডেট যেটা,

উত্তরদাতা:এক্সপায়ার ডেট, এসব বিশেষ করে আমরা যারা সচেতন, এরা রাখিনা। দোকানে থাকেও না। আর থাকলেও ইন কেস আমরা দেখি, রোগীকে দেয়ার সময় দেখে দিই। এবং

প্রশ্নর্কতা:তাহলে যেগুলা থাকে, ঐগুলা কি করেন?

উত্তরদাতা:যেগুলা থাকে, ঐগুলা আমরা ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কোথায় ফেলেন?

উত্তরদাতা:এখানেই ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এখানে ফেলে দেন। এগুলা কেউ এসে নিয়ে যায় নাকি নিজেরা

উত্তরদাতা:না। এটা তো বুঝতেও পারেনা। ডাষ্টবিনের ময়লা টয়লা বা পানির ড্রেনের ভিতর ফেলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তো ফেলে দিলে এটা ড্রেন জ্যাম হয়ে সমস্যা হবেনা?

উত্তরদাতা:এটা মেডিসিনের ক্ষেত্রে এখন যেহেতু এটা যাতে কারো হাতে না পড়ে, নাগালে না আসে, ঐ হিসাবে কিন্তু আমরা ড্রেনে জ্যঅম হলেও ফেলতে হয়। যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়, কেউ না পায়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু পৌরসভা বা মিউনিসিপালটি থেকে কেউ এসে এটা নিয়ে যাওয়া বা কিছু করা, এরকম নাই কিছু?

উত্তরদাতা:পৌরসভা, ম্যানেজমেন্ট এগুলা তো দেখতে পাইনা। পৌরসভা এমনে ড্রেন পরিষ্কার করে।

প্রশ্নর্কতা:ড্রেন পরিষ্কার করে। আচ্ছা, তো এতক্ষন আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম, ঐটা হচ্ছে মেইনলি ছিল হিউম্যান। এবার একটু এনিমেল নিয়ে এই বিষয়গুলো আবার একটু খুব সংক্ষেপে আলোচনা করি। তো যেটা হচ্ছে আপনি ভাই, এনিমেলের ঔষধগুলো বলতেছিলেন। আপনার কাছে এনিমেলের কি কি মেডিসিন আছে বলতেছিলেন? এনিমেলের কি কি ধরনের সার্ভিস দেন এখানে? প্রথমে একটু সেবা

উত্তরদাতা:এনিমেলের রানীক্ষেত যেমন ঠান্ডা জাতীয় যেসব প্রাথমিক চিকিৎসা বা বিশেষ করে প্লেগ রোগ, ঘন ঘন পানির পিপাসা, পাতলা পায়খানা, যেটা মানুষের ক্ষেত্রে কলেরা বা ডিসেন্ট্রি হিসেবে নির্নয় করি

প্রশ্নর্কতা:এই ধরনের আসে, কাষ্টমার আসে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:আসে। আসলেও আমরা যদি থাকে বা দিতে পারি তখন আমরা দিই।

প্রশ্নর্কতা:এমনে সাধারনত ক ধরনের এন্টিবায়োটিক দেন এনিমেলের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:এনিমেলের জন্য বিশেষ করে পশুপাখি, পাখিদের ক্ষেত্রে যদি রানীক্ষেত অনুভব করি, তাহলে আমরা সাসপেনসন প্যারাসিটেমল দিই আর প্লাস রেনামাইসিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন অথবা ঐ যেটা আমরা নাম হিসাবে যেটা রেনামাইসিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:এগুলা দেন। তো মানে এই ধরনের কোন প্রেসক্রিপশন বা এন্টিবায়োটিক লেখার অভিজ্ঞতা আছে আপনার? এানে পশুপাখির জন্য যেটা দেন, ঐটা লিখিত দেন নাকি মৌখিকভাবে দেন?

উত্তরদাতা:আমরা মুলত মৌখিকভাবে না, এটা বিশেষ করি যারা পশুপাখি লালন পালন করে,এরা কিন্তু বুঝে। কোন ঔষধটা খাওয়াতে হবে, ভেটেরিনারি দোকান থেকে ওরা খাওয়ায় অভ্যস্ত বা ডোজ বুঝে, ওরা চেয়ে নিয়ে যায় বিশেষ করে।

প্রশ্নর্কতা:না। যখন আপনার এখানে

উত্তরদাতা:ওরা চেয়ে নিয়ে যায় বিশেষ করে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার এখান থেকে যখন নেয় মেডিসিনটা, তখন সে তাকে প্রেসক্রিপশন মৌখিকভাবে দেন নাকি লিখে দেন, বলে দেন?

উত্তরদাতা:ওরা জানে কিন্তু। ওরা মুলত আগে থেকেই জানে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এখানে এসে সে কি করে? শুধু মেডিসিনটা নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:মেডিসিনটা নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তারপরও আপনি একবার বলেন না যে, কিভাবে খাবে বা

উত্তরদাতা:আমরা জিজ্ঞেস করি কিজন্য নিবে, কেন? তখন বলে যে, আমার কবুতর পাখি আছে বা মোরগ বাচ্চা আছে। ইত্যাদি।

প্রশ্নর্কতা তো কিভাবে খাওয়াবে, ঐটা উনি জানে? জিজ্ঞাসা করেনা আপনাকে?

উত্তরদাতা:ওরা জানে বিশেষ করে। আর না জানলে আমরা বলে দিই। এটা দুইবার খাওয়াবা, তিনবার খাওয়াবা। মনে করেন রেনামাইসিন তিনবার দিনে বা সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন দুইবার দিনে।

প্রশ্নর্কতা:কি কার সাথে মিশায়ে কিভাবে খাওয়াতে হবে, বা কি

উত্তরদাতা:বিশেষ করে আমরা পানির সাথে মিশিয়ে ড্রপ দিয়ে খাওয়ানোর জন্য

প্রশ্নর্কতা:বলেন। কয়দিন, কত ঘন্টাপরপর এই বিষয়ে বলেন না?

উত্তরদাতা:এটা বলে দিই। এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আমরা যেমন টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি এগুলো তিনবার, এটা বলে দিই। পানির সাথে ড্রপ দিয়ে মনে করেন খাওয়ানোর জন্য তিন টাইম বলি। এন্টিবায়োটিক, সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন ক্ষেত্রে আমরা দুইবার।

প্রশ্নর্কতা:তারপর যেটা বলতেছিলাম যে, মানে এই ধরনের এনিমেলের যে চিকিৎসা, ছোট ছোট যে চিকিৎসাগুলো, এগুলা দিতে গিয়ে আপনি কোন সময় কোন সমস্যা বা কোন চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন যে মানে আসলে এরকম একটা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি ধরনের ইয়েগুলো আসে? কাষ্টমাররা আসে। একটা বললেন মুরগী, কবুতর,পাখি

উত্তরদাতা:মুরগি, কবুতর বিশেষ করে এগুলা। গরু ছাগল এখানে আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:আসেনা।

উত্তরদাতা:কারন ঐগুলা ভেটেরিনারি দোকান থেকে সব ঔষধ নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আর এখানে যে মেডিসিন, হিউম্যানের যে মেডিসিনগুলা, এগুলা কি কোন সময় এনিমেলকে দিছেন? হিউম্যানের যে মেডিসিনগুলা?

উত্তরদাতা:হিউম্যান মেডিসিন আমার নিজের পাখি, কোয়েল পাখি পালছিলাম আমি। তো ভেটেরিনারি থেকে আমি মনে করি মানুষেরগুলোতে সাইড এফেক্ট কম মনে হয় আমার কাছে। সুস্থ থাকে।

প্রশ্নর্কতা:কেন কম মনে হয়?

উত্তরদাতা:এটাতে মনে করেন মাত্রা একটু কম বা স্লোভাবে কাজ করে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি এটা যখন নিজে পাখি পালছেন, তখন আপনি এটা অনুধাবন করছেন।

উত্তরদাতা:অনুধাবন করছি।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু যখন কাষ্টমারকে দিছেন, যে সৌখিন অনেক যে পাখি পালে বা আসে। কাষ্টমার যখন নিয়ে গেল, ওদের অনুভতি কি? ওরা কি বলে?

উত্তরদাতা:ওরাও কিন্তু ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:ভালো কাজ করে বলেছে?

উত্তরদাতা:আবশ্যই

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানুষেরটা ভালো কাজ করে। তাহলে আপনি কি বেশীরভাগ সময় মানুষেরটা দিয়ে কাজ করেন পশুপাধিরেগুলা নাকি হচ্ছে যে, ওদের ভেটেরটাই দেন?

উত্তরদাতা:ভেটেরটাই দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:ভেটেরটাই দেন।

উত্তরদাতা:না থাকলে

প্রশ্নর্কতা:না থাকলে, তখন কি?

উত্তরদাতা:না থাকলে হিউম্যান যেটা ডোজ আমাদের কম্বিশন যেহেতু এটার সাইড এফেক্ট আরো কম। ঐক্ষেত্রে আমরা দিই।

প্রশ্নর্কতা:তখন মানুষেরটা দেন। হিউম্যানেরটা দেন। তো ডোজ সর্ম্পকে একটু আগে তো বললেন। তো কোন নির্দিষ্ট পশুপাখি বিশেষ করে পাখির জন্য বা মুরগির জন্য এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবেনা, এই ডিসিশানটা আপনি কিভাবে নেন? আপনার কাছে তো নরমাল ঔষধও আছে আবার এন্টিবায়োটিকও আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি পাখিটাকে বা মুরগিটাকে এন্টিবায়োটিক দিবেন কিনা

উত্তরদাতা:এই নরমাল এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে মনে করেন রানীক্ষেত বা প্লেগ রোগ ক্ষেত্রে এসব মনে করেন ঐ যে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন এগুলা দিই।

প্রশ্নর্কতা:এইযে একটা ডিসিশান টা যে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন দিবো নাকি সিপ্রোক্সিন দিবো

উত্তরদাতা:এটা আরামদায়ক ঐ হিসাবে দিই।

প্রশ্নর্কতা:না। ডিসিশান, সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন নিজে নিজে যে সিদ্ধান্ত, ডিসিশানটা। আমার কাছে তো অনেক মেডিসিন আছে। এন্টিবায়োটিকও অনেক ধরনের

উত্তরদাতা:সিদ্ধান্তটা প্র্যাক্টিসে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:প্র্যাক্টিস করতে করতে হয়ে গেছে। মানে কোন সময়

উত্তরদাতা:দুই হাজার সাল থেকে তো এই পেশায় জড়িত। সে হিসাবে মনে করেন ডাক্তার থেকে সহানুভুতি, বা নিজের রোগ, কাষ্টমার, রোগী ইত্যাদিকে চিকিৎসা দিতে দিতে যে অভিজ্ঞতা, মেডিসিন যে বুক, এগুলা পড়ি।

প্রশ্নর্কতা:পড়েন?

উত্তরদাতা:এগুলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মুলত ভালো চিকিৎসাটা পাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা মেডিসিনের বই। না? আপনি নিজে উদ্যেগ নিয়ে এটা পড়তেছেন, ইয়ে করতেছেন।

উত্তরদাতা:এই বুক, মেডিসিনের বই আমাদের মুখস্ত ভাই।

প্রশ্নর্কতা:মুখস্থ হয়ে গেছে।

উত্তরদাতা:আর মেডিসিন ------- ৪৪: ৪৫ সেবা দিতে পারি এই হিসাবে, কোনটার কোন সাইড এফেক্ট, কোনটার কত ডোজ, কোনটা সিরিয়াস রোগীর ক্ষেত্রে দেওয়া যায়, সেটা মেডিসিন বইয়ের ভিতর আছে।

প্রশ্নর্কতা:আছে। সব আছে।

উত্তরদাতা:যারা পড়ে বা ৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মনে করেন যে মানে বিশেষ করে পাখি, মুরগির যে, বার্ডের যে দাম, সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি এগুলা বেশী? দাম?

উত্তরদাতা:না। দাম ক্যাটাগরি প্রায় মুল্য তো মানুষের থেকে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:বেশী। তো সেক্ষেত্রে তো তারা যে পরিমান টাকা একটা মেডিসিন, এন্টিবায়োটিকের জন্য খরচ করে, সে পরিমান বেনিফিট কি তারা পায়?

উত্তরদাতা বেনিফিট পায়না। কিন্তু এরা আনন্দবোধ করে পারলে অনেকে বিশেষ করে। আর যারা খামার কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে বা মোটা অঙ্কের ঔষধ নেয় ভেটেরিনারি দোকান থেকে। তখন এরা কিছু সুবিধা ভোগ করে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনার কাছে যারা আসে, এরা সৌখিন

উত্তরদাতা:এরা একটা দুইটা বা সাধারন এইযে পশু, মোরগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ট্যাবলেট দুই একটা

প্রশ্নর্কতা:তারা কি এন্টিবায়োটিক যেটা দিচ্ছেন, যখন একটা পাখিকে বা একটা বার্ডকে, তখন সেটা কি তারা ফুল কোর্স নেয় নাকি অল্প করে নেয়?

উত্তরদাতা:ওরা ইচ্ছামতোই অল্প করে নেয়।

প্রশ্নর্কতা:অল্প করে নেয়।

উত্তরদাতা: বেশী দিলেও নেয়না আবার নিজে থেকে দিলেও নেয়না। ওরা চেয়ে নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:চেয়ে নিয়ে যায়।

উত্তরদাতা:কারন ওরা অভ্যস্থ আগে থেকেই ভেটেরিনারি বা ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা দিয়ে, ওরা ও কিন্তু যে যেটার উপরে একটা চিকিৎসা কিন্তু ওরা জেনে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:জেনে গেছে অলরেডি। মানে একটা জিনিস হচ্ছে যে, মানুষের ক্ষেত্রে তো অনেক সময় আমরা চিন্তা করি যে, মানে এটা মানুস। কিন্তু এনিমেলের ক্ষেত্রে কি এ চিন্তাটা করা হয়?

উত্তরদাতা: যারা লালন পালন করে,ওরা চিন্তা করে। যেহেতু এটা তার অনেক যত্ন করে লালন পালন করে। চিন্তা করে যে, এটা ভালো হবে নাকি খারাপ হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনারাও কি চিন্তা করেন?

উত্তরদাতা:আমরাও চিন্তা করি যে,

প্রশ্নর্কতা:ধরেন এটা তো বোবা জিনিস। কথা বলতে পারেনা।

উত্তরদাতা:বোবা জিনিস। ঐক্ষেত্রে কিন্তু আমরাও চিন্তা করি। এবং এই জিনিসটা ওর ক্ষতি হতে পারে, আমরাও চিন্তা করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:চিন্তা করে দেন।

উত্তরদাতা:সমস্যা হয়না বিশেষ করে দেখি। ওদেরও হয়না, আমাদেরও হয়না।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মানে এইযে পাখিদের ক্ষেত্রে বা মুরগির ক্ষেত্রে মানে সাধান ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে বেশী প্রাধান্য দেন নাকি সাধারন ঔষধ দেন?

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধকে বেশ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:কেন সাধারন ঔষধকে প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধে সাইড এফেক্ট কম। তাছাড়া মানবিক বা ধর্মীয় তাকওয়ার দিক থেকে সাধারন চিকিৎসা হিসাবে সাধারন ঔষধ দিয়েই কিন্তু শুরু করা ভাল। আমি যেটা মনে করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অন্য ঔষধের সাথে মানে সাধারন ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিকের কোন ডিফারেন্স আছে? বিশেষ করে এনিমেলের ক্ষেত্রে? বার্ডের ক্ষেত্রে, ইয়ের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:বার্ডের ক্ষেত্রে, রোগ পর্যায়ে। এটা তো আছে। ডিফারেন্স তো আছে।

প্রশ্নর্কতা:ডিফারেন্স তো আছে। আচ্ছা। তো যারা আসে, বিশেষ করে পাখির জন্য বা মুরগির জন্য মেডিসিন নিতে। তারা কি প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য নাকি এমনিই আসে? খালি হাতে। প্রেসক্রিপশন

উত্তরদাতা:মৌখিক আসে। বলে যে, আমাদের এটা লেখা আছে, জানা আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মুখে মুখে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন তখন নাকি কাগজে লিখে দেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আমরা দিলে কাগজেই লিখে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কাগজে লিখে দেন। পশুপাখিরটা

উত্তরদাতা:দুইভাবেই দিই। আমরা খুব সচেতনভাবে দিয়ে থাকি। যেহেতু আমরা কোন সার্টিফিকেট বা ----------অনেক চিন্তা ভাবনা করে দিই। ৪৮:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঝুঁকি সর্ম্পকিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে, মানে আপনি যখন পাখির জন্য বা মুরগির জন্য এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে, এন্টিবায়োটিকগুলো কি রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ভুমিকা পালন করে পাখির ক্ষেত্রে বা মুরগির ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:আমরা যেহেতু জানি বা পড়ছি, যেগুলো আমরা আমাদের প্র্যাক্টিস করা এগুলা। যে এই রোগের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে, এটা আমরাও জানি। বড় ডাক্তার, হাসপাতালও, ঐ হিসাবে দিই। আমরাও জানি।

প্রশ্নর্কতা:না, পাখি, ইয়ের ক্ষেত্রে বলতেছি আরকি। এনিমেলের ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা:পাখির ক্ষেত্রে এটা আমরা, আমরা তো নরমাল ঔষধই দিই পাখিদের ক্ষেত্রে। ঐ হিসাবে কিন্তু দেখিনা। জানিনা। বা যারা নিয়ে যায়, ওরাই ভালো জানে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি উপায়ে কাজ করে, ইয়ে করে এটা আপনার আইডিয়া আছে না? মেডিসিনটা যখন পাখিটাকে খাওয়াচ্ছে বা মুরগিটাকে খাওয়াচ্ছে।

উত্তরদাতা: মেডিসিন কাজ করে। মোটামুটি জিজ্ঞাসা করি যখন, তখন বলে ভালোই কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:তো কোন গ্রুপের মেডিসিনটা সে স্পেশালি এন্টিবায়োটিক, কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা পাখি এবং মুরগিদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। মানুষের ক্ষেত্রে তো অনেকগুলা বললেন। রেকম

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক মুরগি, পাখিদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্সি টেট্রাসাইক্লিন

প্রশ্নর্কতা:রেনামাইসিন

উত্তরদাতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, রেনামাইসিন, সিপ্রোসিন ইত্যাদি এসব গ্রুপ, প্যারাসিটেমল তার সাথে যদি রানীক্ষেত রোগ হয়, জ্বর ভাব হয়, ঝিমায়, এগুলা কম্বিনেশন করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কম্বিনেশন করে দেন। মানে একটা না দিয়ে কয়েকটা একসাথে কম্বিনেশন করে দেন?

উত্তরদাতা:দুই তিনটা

প্রশ্নর্কতা:কম্বিনেশনটা কেন করে দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা:দিচ্ছি নতুবা তো রোগ সারবে না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আবার নিশ্চিত যে, এটার কোন সাইড এফেক্ট হবেনা বা ক্ষতি হবেনা। ভালো কাজ করবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, একটু আগেও আমি বলতেছিলাম। একটু এখন কি বলতে পারবেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আসলে জিনিসটা কি? আমরা যে বলি এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা: রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে মুলত কোর্সটা ফিল আপ হচ্ছেনা। বা সাতদিন পাঁচদিন যে ঔষধের ডোজ যতদিন খাওয়া প্রয়োজন ততদিন যদি ঐটা খাওয়া না হয়, তখন ঐটা রেজিস্ট্যান্স হবার ৫০:০০

প্রশ্নর্কতা:তো তাহলে এটা বন্ধ করার উপায় কি? রেজিস্ট্যান্স যাতে নাহয়, এজন্য কি করতে হবে?

উত্তরদাতা:এটা বন্ধ করার উপায় রোগীকে সচেতনমুলক যেটা আমরা বলি আমাদেরটা যদি মেনে চলে, বড় ডাক্তার মেনে চলে। আর বিশেষ যারা দরিদ্র, এদের অর্থনৈতিক সমস্যা। এটাই হচ্ছে মুল সমস্যা। রেজিস্ট্যান্স বাই লোড অনেক ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবেচনা করে বিশেষ করে হয়।

প্রশ্নর্কতা:তো সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের কোন চ্যালেঞ্জ আছে? বিশেষ করে পাখির ক্ষেত্রে বা মুরগির ক্ষেত্রে? এরা যে এন্টিবায়োটিকটা নিচ্ছে, তারা সঠিক নিয়ম মাফিক খাওয়ায়? তারা কোন চ্যালেঞ্জ ফেস করে?

উত্তরদাতা:ওরা যারা নিয়ে যায়, ওরা কিন্তু নিয়ম মাফিক খাওয়ায় পাখিদের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:তাই? কেন নিয়মমাফিক খাওয়ায়? মানুষের ক্ষেত্রে তো অনেক সময় বলে, ভুলে গেছে।

উত্তরদাতা:পাখিটা তারা মানুষের থেকেও বেশী, নিজের জীবনের চেয়েও কিন্তু বেশী, পশুপাখি যারা শখ করে পালে, ওদেরকে প্রাধান্য দেয় বেশী।

প্রশ্নর্কতা:শখের জন্য

উত্তরদাতা:আর মানুষের ক্ষেত্রে তো ওরা নিজেরাই অনুভব করে। এই হিসাবে হয় এরা দূরে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর ঐটাে তা বোবা জিনিস। কথা বলতে পারেনা।

উত্তরদাতা:কথা বলতে পারেনা।

প্রশ্নর্কতা:না। স্বাভাবিক, আমাদের নবীজিও নাকি খুব ইয়া করতো, পছন্দ করতো। আচ্ছা। এবার একটু নীতিমালা সর্ম্পকে আবার একটু জিজ্ঞেস করি। সাধারনত এন্টিবায়োটিক বা বিশেষ করে ঔষধের পর্যবেক্ষন করে, এরকম কোন অফিস সর্ম্পকে আপনার জানা আছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম অফিস সর্ম্পকে প্র্যাক্টিক্যালভাবে আমার জানা নেই। আসেনা, ফিল্ডে আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:পশুপাখির জন্য আছে কোন অফিস যে পশুপাখির জন্য

উত্তরদাতা:না পশুপাখির জন্য এরকম কেউ প্র্যাক্টিক্যালি এসে দেখাশুনা করেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে কোন নীতিমালা কি আছে?

উত্তরদাতা:তবে এটা নীতিমালা দেখাশুনা করতে হলে হাসপাতাল অথবা যারা ফার্মেসিতে আসে, ফার্মেসিতে যদি চিকিৎসা পায়, ওদের কথা মানি চলে তাহলে এটা রোধ করা যায় বা বড় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মেনে চলে তাহলে রোধ করা যায়।

প্রশ্নর্কতা:তো তাহলে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:আর ডোজটা যদি সরকারি ক্ষেত্রে যদি হাসপাতালে ফুল রেজিস্ট্যান্সটা যদি ফুল দিয়ে দিই, তাহলে আমার মনে হয় যে, এটা বেশী রোধ করা সম্ভব।

প্রশ্নর্কতা:ঐযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা। আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বিশেষ করে পশুপাখির জন্য দরকার আছে?

উত্তরদাতা:দরকার আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন দরকার আছে?

উত্তরদাতা:যাতে এন্টিবায়োটিক তো মুলত প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়না। জঠিল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, ঐক্ষেত্রে কিন্তু

প্রশ্নর্কতা:প্রয়োজন আছে। না?

উত্তরদাতা:প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নর্কতা:তো কোন কোন এরকম সেবাদানকারী আছে, যারা এরকম অযৌক্তিক ভাবে এনিমেল বা হিউম্যানের মেডিসিনের সাথে এনিমেলও বিক্রি করতেছে। এন্টিবায়োটিকটা দিয়ে দিচ্ছে। হয়তো এন্টিবায়োটিক এনিমেলের লাগছেনা। সে দিয়ে দিচ্ছে। এরকম কোন দোকানদার আছে? কোন ইয়ে আছে।

উত্তরদাতা:তবে আমার জানামতে দেখি নাই। তবে ভেটেরিনারিটা মানুষকে, যদি তারা ফার্মেসি ম্যান হয়, দেওয়ার কথা না। বড় ডাক্তার তো দিবেইনা। আর যারা দোকানদার, এরা জানাসত্ত্বেও কখনো দেওয়ার কথা না বা দিবেও না। আর আমরা তো দিইনা। বিশেষ করে

প্রশ্নর্কতা:মানে কেউ তার আর্থিক লাভের জন্য, তার কাছে তো দুই ধরনের

উত্তরদাতা:আর্থিক লাভের জন্য দিলেও মানুষকে মানুষের জন্য মানুষেরটাই দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর এনিমেলের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে তো ভেটেরিনারি দোকানেই বেশী ফলো করে এরা। ওরাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী দেখি যে দেয়। আমরা এনিমেলের ভেটেরিনারি দোকানেও কিন্তু যাই। পরিচিত দোকান আছে।

প্রশ্নর্কতা:আপনারাও যান?

উত্তরদাতা:দেখি, ফলো করি আমি।

প্রশ্নর্কতা:মানে ওদের যে কাজগুলো, ফলো করেন?

উত্তরদাতা:ফলো করি। দোকানে যাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটাতে লাভ কি আপনার? এখানে এসে আপনি যখন সেল করছেন

উত্তরদাতা:আমি জিনিসটা ঐখানে জিজ্ঞাসা করি। আমাদেরটা জিজ্ঞাসা করি। আমাদের ঔষধ ওদের ঔষধ সেম আছে কিনা নামের সাথে, ঔষধের রোগের স্কেত্রে, ইনজেকশনের স্কেত্রে, প্যারাসিটেমলের ক্ষেত্রে, এন্টিহিস্টামিন ঐগুলা দেখি। ঐ হিসাবে আমি বুঝতে পারি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে তো আমরা একটু আগে বললাম। এটা এনিমেলের ক্ষেত্রেও মানে এনিমেলের ক্ষেত্রে এরকম কোন রাইট আছে এনিমেলকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া। তাদরেকে এন্টিবায়োটিক বা মেডিসিন দেওয়া। এই ধরনের তাদের ক্ষেত্রেও তো রাইটের বিষয় আছে?

উত্তরদাতা:কোন দোকান? মানুষের

প্রশ্নর্কতা:মানে ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে তো একটু আগে আমরা বলতেছিলাম। মানে

উত্তরদাতা: ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানার অধিকার আছে আমাদের।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো মানে একটা প্রেসক্রিপশনে এনিমেলের যদি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা যথাযথ লেখা হয়, এজন্য কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:এটা বড় ডাক্তাররা বিশেষ করে লিখে। আর ফার্মেসি যারা এরাও দিয়ে থাকে। তবে এটার প্রধান মুল ইয়ে হচ্ছে দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা। ঐ সমস্যাটা আপনি রোধ করতে হলে মুলত সরকারি গভমেন্ট হাসপাতালে ঔষধটা যদি রেজিস্ট্যান্সটা ফলো করি, ফুল কোর্স দিয়ে দিই, তাহলে ঐসব রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু রোধ করা সহজ হয়। এবং রোধ করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার কাছে কি মনে হয় যে ঔষধ কোম্পানিগুলা মানে বিশেষ করে এনিমেলের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করে?

উত্তরদাতা:এটা মুলত আমার কাছে আসেনা। তবে ঔষধ যেহেতু সেম ক্যাটাগরির আছে দেখি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুনতে পাই বা দেখি। কিছু কিছু সহজে করেনা। কেউ যদি চায় দোকানদারা তখন ওরা জানায় দেয়, বলে দেয়। ৫৫:০০

প্রশ্নর্কতা:উৎসাহিত করে যে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:আর চাইলে দিয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:দিয়ে থাকে। আচ্ছা। তো ামনে লোকজন বিশেষ করে এনিমেলের এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় যায়? সরকারি ভেটেরিনারি বা এনিমেলের যে ঐসব দোকানে যায় নাকি আপনাদের কাছে

উত্তরদাতা:ভেটেরিনারি দোকানে।

প্রশ্নর্কতা:ভেটেরিনারিতে যায়। আপনাদের এখানে। আপনাদের এখানে কি ধরনের রোগী আসে সাধারনত এনিমেলের কাষ্টমার আসে সাধারনত?

উত্তরদাতা:ঐযে রেনামাইসিন চায় দেখি বিশেষ করে। প্যারাসিটেমল সিরাপ।

প্রশ্নর্কতা:তো যেটা হচ্ছে যে, মানে মেয়াদোর্ত্তীন এনিমেলের যে মেডিসিনগুলা, ঐগুলা কি করেন? মানুষেরগুলা তো বললেন যে ড্রেনে ফেলে দেন।

উত্তরদাতা:সাথে সাথে। সবগুলাই।

প্রশ্নর্কতা:সবগুলা একসাথে।

উত্তরদাতা:আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মেয়াদোর্ত্তীন হয়না। যেহেতু আমরা ঐ হিসাবে দেখে অল্প ঔষধ কিনি। ঐ এই কারনে মেয়াদোর্ত্তীন হয়না। বছরে মনে হয় একশো দুইশো টাকাও ঔষধ কিন্তু মেয়াদোর্ত্তীন হয়না।

প্রশ্নর্কতা:আর ঔষধ কোম্পানিরা কি ফেরত নিয়ে যায় ঐগুলা, ঔষধগুলা?

উত্তরদাতা:না। ফেরত নিয়ে যায়না।

প্রশ্নর্কতা কোন কোম্পানি নিয়ে যায়না?

উত্তরদাতা:ফ্যাসিলিটি দেযনা। এই কারনে আমরা সচেতন থাকি যাতে আমাদের আর্থিক লস না হয়।

প্রশ্নর্কতা:আমি অনেক জায়গায়, অনেকে বলছিল আমাকে বিশেষ করে রুরালে, মির্জাপুরে, টাঙ্গাইলে। তারা ঔসধ কোম্পানি, কিছু কোম্পানি নাকি নিয়ে যায় আবার। যে নিয়ে নতুন ঔষধ

উত্তরদাতা:না। আমরা যত ধরনের দিছে, নিয়ে গেলেও আমি একজনকে এরকম দিছি, ডেট ওভার একটা সিরাপ নাকি ড্রপ কি একটা, ঔষধ কোম্পানি দিতেই কিন্তু ঐরকম কম রেটে নিছে। যে আমরা নেয়ার সময়, নতুন ঔষধ দিচ্ছি, রেট কম আছে। দেখি না। দিলাম। কিন্তু পরে আর আসেই নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন যদি একটু বলেন ভাই, আপনারা যে ঔষধগুলা পান মানে ইয়ে থেকে, কিভাবে পান? আপনার দোকানে যে ঔষধগুলা, আপনি গিয়ে কিনে নিয়ে আসেন নাকি

উত্তরদাতা:আমরা যেগুলা চাহিদা অনুযায়ী কিছু মেডিসিন কোম্পানি থেকে নিই। আর কিচু মেডিসিন কোম্পানি থেকে ঐযে দামী ঔষধগুলা বা কম কেনার জন্য মেডিসিন কোম্পানি তো বক্স ছাড়া দেয়না। আমরা পাইকারি দোকান থেকে খুচরা মনে করেন চাহিদা অনুযায়ী নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোর জায়গা থেকে আনেন?

উত্তরদাতা:এটা পাইকারি দোকান থেকে।

প্রশ্নর্কতা:পাইকারি দোকান কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:মনে করেন আমাদের এখানে কাছে ষ্টেশন রোড

প্রশ্নর্কতা:ষ্টেশন রোড

উত্তরদাতা:উত্তরা, আজিমপুর।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার দোকানে হানড্রেড পারসেন্ট মেডিসিনের ভিতর আপনি কত পারসেন্ট হচ্ছে ঔষধ কোম্পানি, ফার্মেসিগুলার, এমআর রা দিয়ে যায় নাকি ঔষধ কোম্পানির গাড়ি এসে

উত্তরদাতা:আমরা যেগুলাই আনি, ঔষধ কোম্পানিরা দিয়ে গেলেও, পাইকারি দোকান থেকে আনলেও সবকিছু ব্যান্ড একই। সব ঔষধ

প্রশ্নর্কতা:না। আমি বলতে চাচ্ছি মানে কত পারসেন্ট মেডিসিন ঔষধ কোম্পানি দিয়ে যাচ্ছে আর কত পারসেন্ট আপনি নিজে কিনে আনতেছেন?

উত্তরদাতা:আমরা বেশীরভাগ সিক্সটি পারসেন্টের উপরে পাইকারি দোকান থেকে নিয়ে আসি।

প্রশ্নর্কতা:নিয়ে আসেন নিজেরা।

উত্তরদাতা:এই কারনে যাতে ঔষধের ডেট ফেইলিউর না হয় বা স্লো যে ঔষধ, এগুলা কম করে পাইকারি দোকান থেকে খুচরা

প্রশ্নর্কতা:কিনতে পারেন?

উত্তরদাতা:কিনতে পারি। নিজের সুবির্ধাথে এবং রোগীর সুবির্ধাথে। যাতে সুবিধা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর ঔষধ কোম্পানির ফেরটি পারসেন্ট দিয়ে যাচ্ছে ঔষধ। ফোরটি পারসেন্ট দিয়ে যায়। আর যদি

উত্তরদাতা:ওরা এখন ভিজিট কম করে বিশেষ করে ওদের কাছ থেকে সবগুলাই নিতে পারি ইচ্ছে করলে। অর্থনৈতিক মুলত কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে আপনার, ওরা ভিজিট কম করে বর্তমানে। পাইকারি দোকানে দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:কম করে যারা, ওরা পাইকারি দোকানকে দিয়ে গেলে, পাইকারি দোকানকে যদি দিয়ে দেয় তাহলে আর আমাদের কাছে হয়রানিমুলক আসতে হচ্ছেনা, দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছেনা। ডিউটি কম করতে হচ্ছে। আমি যেটা মনে করি

প্রশ্নর্কতা:আর আপনার যখন লাগে, আপনি যদি ফোন করে বলেন, তখন তারা দিয়ে যায়? এানে ফোন করে তো ডাইরেক বলতেছেন।

উত্তরদাতা: ফোন করে যদি আমরা যদি অর্ডার দিই, জোর করে যেটা চায় বা ঐক্ষেত্রে ঐটা দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা: তো ভাই, আমার মোটামুটি একদম শেষের দিকে। তো আমি আপনাকে আরেকটু কষ্ট দিবো। আমার এখানে একটা হচ্ছে আপনার কাছে হিউম্যান এবং এনিমেলের যে এন্টিবায়োটিকগুলা আছে, মেডিসিনগুলা। আমাকে কাইন্ডলি একটু যদি দেন, আমি ঐগুলার নামগুলা রিখে নিই। কোন কোন মেডিসিনগুলা দিচ্ছেন এবং কোনটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন নাকি থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন আমরা প্যারাসিটেমল

প্রশ্নর্কতা:একটু আমাকে প্যাকেটসহ দিলে আমি একটু নামটা লিখে নিবো। আর একটা হচ্ছে যে কোন ডিজিজের জন্য দিচ্ছেন, এটা করলেই আমার শেষ। একটু কষ্ট দিই। তাহলে কষ্ট করে যদি আমাকে একটা একটা প্যাকেট দেন। আর একই ঔষধ বিভিন্ন কোম্পানির আছে। যেকোন একটা কোম্পানির দিলে হবে।

উত্তরদাতা:মনে করেন আমরা ডক্সিসাইক্লিন

প্রশ্নর্কতা:একটু দেন আমাকে। এটা দেন। ডক্সিসাইক্লিন

উত্তরদাতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, সিপ্রোসিন

প্রশ্নর্কতা: ডক্সিসাইক্লিন। ডক্সিটা কোন ডিজিজের জন্য দিচ্ছেন? ডক্সিটা?

উত্তরদাতা:এটা সাধারনত নরমাল রানীক্ষেত বা পাতলা পায়খানা ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে কোনটা? হিউম্যানের জন্য হচ্ছে রানীক্ষেত। রানীক্ষেত, ডায়রিয়া

উত্তরদাতা: মানুষের ক্ষেত্রে ঠান্ডা, জ্বর,পাতলা পায়খানা।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে এনিমেল। আর মানুষের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া

উত্তরদাতা:জ্বর

প্রশ্নর্কতা:কোল্ড, ফিবার

উত্তরদাতা:ফিবার, কফ

প্রশ্নর্কতা:কাফ। আর এটা কোন জেনেরেশন বলতেছেন এটা?

উত্তরদাতা: ডক্সিসাইক্লিন, এমোক্সিসিলিন এগুলা প্রথমে ব্যবহার করিনা। সেকেন্ড টাইম

প্রশ্নর্কতা:না না। কোন জেনেরেশন এটা? মার্কেটে

উত্তরদাতা:মার্কেটে কি ১:০০:০০

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিকের জেনেরেশন আছে না? ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন। এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিকের মধ্যে মুলত নরমাল এবং ফার্স্ট জেনেরেশন এ পড়ে ডক্সিসাইক্লিন।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট জেনেরেশন। আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা সিপ্রোসিনটা?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিনটা মনে করেন এটা সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। এটা কোন কোন ডিজিজের জন্য দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিন পাতলা পায়খানা

প্রশ্নর্কতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা

প্রশ্নর্কতা:ডায়রিয়া

উত্তরদাতা:রানীক্ষেত যেটা, প্লেগ রোগ ইত্যাদি।

প্রশ্নর্কতা:আর হিউম্যানের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:হিউম্যানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাতলা পায়খানা, জ্বর থাকলে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ডায়রিয়া, ফিবার

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া, ফিবারের ক্ষেত্রে আমরা সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন

প্রশ্নর্কতা:জ্বী, ভাই। আর কি আছে? আর একটু নেন। আর এন্টিবায়োটিক কি কি আছে, একটা একটা নেন।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আর এমোক্সিসিলিন আছে, ফাইমক্সিল।

প্রশ্নর্কতা নেন। একটু নেন প্যাকেটটা। অনেক বালি ঢুকে আপনাদের ইয়েতে। না?

উত্তরদাতা:গ্লাসের ভিতর আরো বেশী পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। গ্লাসের মধ্যে কিভাবে ঢুকে আমি এটাই অবাক হয়ে যাই। যে মানে কিভাবে সম্ভব। ফাইমক্সিল। ফাইমক্সিলটা ভাই, কোন কোন কাজে দেন?

উত্তরদাতা:এটা বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে ঠান্ডা, কাঁটাছেড়া, বীচিপ্যাচড়া ইত্যাদি

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন

উত্তরদাতা:ইনফেকশন, ফিবার

প্রশ্নর্কতা:ফিবার

উত্তরদাতা:ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে

প্রশ্নর্কতা: ইনফেকশন, ফিবার। আর একটা বললেন কাঁটাছেড়া

উত্তরদাতা:কাঁটাছেড়া ইনফেকশনের মধ্যে।

প্রশ্নর্কতা:কার্টাঁছেড়া। আচ্ছা। আর এনিমেলের ক্ষেত্রে দেন?

উত্তরদাতা:তারপর ফাংগাল জাতীয় ইনফেকশনের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা: ফাংগাল জাতীয়।

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রেও সেম ক্যাটাগরীর দিই। দেওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আর কি আছে ভাই। আরো কয়েকটা নেন।

উত্তরদাতা:এজিথ্রেমাইসিন, সেফিক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:একটু নেন। আমার বানান ভুল হয় তো। একটু দেখে লিখতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা:জিম্যাক্স। এজিথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন। এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন এটা কিন্তু আমরা ঠান্ডা, জ্বর, কাশি সেকেন্ড জেনেরেশনে কিন্তু ব্যবহার করি

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড

উত্তরদাতা:ফার্স্ট জেনেরেশনে যদি কাজ না হয়, নরমাল ঔষধে, এটা হিউম্যানের জন্য কোন কোন ডিজিজের জন্য দেন।

প্রশ্নর্কতা:হিউম্যান, কফ, ফিবার।

উত্তরদাতা:কফ, ফিবার, ডায়রিয়া। ইনসেট

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন?

উত্তরদাতা:না। ডিসেন্ট্রি যেটা।

প্রশ্নর্কতা:ডিসেন্ট্রি।

উত্তরদাতা:বুডাপেষ্ট, ফাংগাল জাতীয়।

প্রশ্নর্কতা:ফাংগাল। আর এনিমেলের ক্ষেত্রে দেন এটা?

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে আমরা এটা, আমাদের কাছে কেউ চায়না। বা আমরা দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আর কি আছে ভাই? এটা আমি লেখি নাই মনে হয়।

উত্তরদাতা:সেফোরোক্সিম আছে।

প্রশ্নর্কতা:দেন। আর কি আছে। সেফোরোক্সিম। এটা কোন গ্রুপের? সেফোরোক্সিমটা?

উত্তরদাতা:এটা গ্রুপই সেফোরোক্সিম।

প্রশ্নর্কতা:না। ঐ ইয়ে কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা বিশেষ করে সেকেন্ড বা থার্ড জেনেরেশনে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:থার্ড জেনেরেশন। তো এটা কোন কোন ডিজিজের জন্য দেন হিউম্যানের?

উত্তরদাতা:এটা হিউম্যানে আমরা কাঁটাছেড়া

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন

উত্তরদাতা:ইনফেকশন, ফিবার ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এনিমেলের ক্ষেত্রে দেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এনিমেলে দেন না। এটা? লিব্যাক্স।

উত্তরদাতা:লিবোফ্লক্সাসিন।

প্রশ্নর্কতা:লিবোফ্লক্সাসিন। আর কয়টা আছে এন্টিবায়োটিক এভাবে? অনেক ময়লা হয়ে গেছে, না? এটা হচ্ছে ফ্লুকক্সাসিলিন। এটা হচ্ছে ফাইলোপেন। লিবোক্সটা লিবোফ্লক্সাসিনটা কিসে কিসে দেন? এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:লিবোক্সিনটা আমরা সেকেন্ড জেনেরেশেনে ব্যবহার করি। ঠান্ডা, কাশি, এই ফাংগাল জাতীয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা সেকেন্ড জেনেরেশন। ঠান্ডা, কাশি, কুল, কাফ আর?

উত্তরদাতা:ফিবার এবং ফাংগাল ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা:ফাংগাল ইনফেকশন। আর এটা ইয়েটা, ফ্লুকক্সাসিলিন?

উত্তরদাতা: ফ্লুকক্সাসিলিন আমরা কাঁটাছেড়া, যেটা আমরা ইনফেকশন তারপরে ফাংগাল ইনফেকশন ১:০৫:০০

প্রশ্নর্কতা: ফাংগাল ইনফেকশন।

উত্তরদাতা:ইনফেকশন কাঁটাছেড়া ইত্যাদি।

প্রশ্নর্কতা:আর এনিমেলের ক্ষেত্রে দেন এগুলা?

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে, না

প্রশ্নর্কতা: এনিমেলের ক্ষেত্রে কোনোটা দেন? লিবোফ্লক্সাসিলিন বা

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে ঐযে আমরা শুধু ডক্সিসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন আসলে এটাই দিই।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলাই দেন। আর কিছু আছে ভাইয়া? এদিকে এই পাশে?

উত্তরদাতা:সেফ্রোডিন আছে। লিব্যাক লিখেন।

প্রশ্নর্কতা:লিব্যাক। সেফ্রোডিন। এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা সেকেন্ড টাইমে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। আর এটা ফ্লুকক্সাসিলিনটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা: ফ্লুকক্সাসিলিন এটা ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট জেনেরেশনে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট জেনেরেশন। লিব্যাকটা কোন ডিজিজের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:লিব্যাকটা আমরা ঠান্ডা, জ্বর, টন্সিলাইটিস

প্রশ্নর্কতা কোল্ড, কাফ,

উত্তরদাতা:ফিবার

প্রশ্নর্কতা:ফিবার, টন্সিলাইটিস।

উত্তরদাতা:স্কিন ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা:স্কিন ইনফেকশন। এনিমেলে দেন?

উত্তরদাতা:চারবার। ডেইলি চারবার করে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এনিমেলে দেন?

উত্তরদাতা:এনিমেলের ক্ষেত্রে দেওয়া যায়। তবে আমরা দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আর এরপর আর কি আছে?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিন তো দিলাম।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন দিছেন।

উত্তরদাতা:লিবোফ্লক্সাসিলিন, ফ্লুকক্সাসিলিন, এমোক্সিসিলিন

প্রশ্নর্কতা:এদিকে এইযে ফ্ল্যাজিল

উত্তরদাতা:এগুলা তো নরমাল মেট্রোনিডাজল।

প্রশ্নর্কতা:রাইনোজল

উত্তরদাতা:এটা ঠান্ডাজনিত।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা এন্টিবায়োটিক না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এইপাশে আছে আর কিছু?

উত্তরদাতা:এইপাশে যেটা আছে ক্যাপসুল। অল্টারনেটিভ এই

প্রশ্নর্কতা:এর বাইরে আর কিছু নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এগুলাই বেশী চলে সাধারনত।

প্রশ্নর্কতা:তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন।

উত্তরদাতা:ক্লিন্ডামাইসিন আছে।

প্রশ্নর্কতা:ক্লিন্ডামাইসিনটা একটু দেখি।

উত্তরদাতা:লিখেন ক্লিন্ডামাইসিন। ক্লিনডেক্স লেখা যায়।

প্রশ্নর্কতা:ক্লিনডেক্স, ক্লিন্ডামাইসিন। না?

উত্তরদাতা:ক্লিন্ডামাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা কাঁটাছেড়ার ক্ষেত্রে ফার্স্ট জেনেরেশনে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট জেনেরেশন। ইনফেকশন।

উত্তরদাতা:ইনফেকশন। ইউরিন ইনফেকশন।

প্রশ্নর্কতা:ইউটিআই

উত্তরদাতা:ইউটিআই।

প্রশ্নর্কতা:আর এইযে ইয়ে বললেন। লিউকোরিয়া বললেন। লিউকোরিয়ার ক্ষেত্রে কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:লিউকোরিয়া?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।। লিউকোরিয়ার ক্ষেত্রে কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:লিউকোরিয়া? লিউকোরিয়ার ক্ষেত্রে দিলে ইউনানি আপনার ড্রাগ বিশেষ করে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি ইয়ে

উত্তরদাতা:------১:০৭:৪৩

প্রশ্নর্কতা:এটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না। এটা এন্টিবায়োটিক না। এটা ইউনানি ফার্মা

প্রশ্নর্কতা:ইউনানি ফার্মা। আর এখানে এন্টিবায়োটিক কোনটা দেন লিউকোরিয়ার জন্য?

উত্তরদাতা:লিউকোরিয়ার ন্য যদি এন্টিবায়োটিকের মধ্যে দিই তাহলে এজিথ্রোমাইসিন দিই।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন দেন।

উত্তরদাতা:এরপরে ফ্লুকমাজল দিই।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন দেন লিউকোরিয়া। না?

উত্তরদাতা:হ্যা। ফ্লুকমাজল, এজিথ্রোমাইসিন। এই দুইটা ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ফ্লকনাজল কি লিখছি।

উত্তরদাতা:লেখা হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:এটার একটা ট্রেড নেম বলেন। ফ্লুকনাজলের।

উত্তরদাতা:ফ্লুকনাজল এটা গ্রুপই। যেমন ফ্লুগাল।

প্রশ্নর্কতা:ফ্লুগাল। এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা মনে করেন ফাংগাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট বা সেকেন্ড টাইম ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ফাংগাল ইনফেকশন

উত্তরদাতা:ইনফেকশন, লিউকোরিয়া যেটা ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন

প্রশ্নর্কতা:লিউকোরিয়া, যেটা ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন

উত্তরদাতা: ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন। এসব ক্ষেত্রে আমরা এসব ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা ফ্লুকনাজল কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:ফ্লুকনাজল এটা তো আমরা সিরিয়াস পর্যায়ে আমরা প্রথম এবং সেকেন্ড পর্যায়ে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সেকেন্ড পর্যায়ে। আচ্ছা। আর কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা:না। আপাতত আর নাই। প্রাথমিক চিকিৎসা এগুলাই হয়।

প্রশ্নর্কতা:এগুলাই দেন।

উত্তরদাতা:আর নিডাক্সানাইড আছে এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এটা একটু বলেন তো। ট্রেড নেম বলেন তো একটা।

উত্তরদাতা: জক্স লিখেন। নিডাজক্স বা জক্স।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা কোনটা, একটু আছে? জক্স। এটা কিসের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:নিডাজক্সানল। এটা বিশেষ করে আমরা পাতলা পায়খানা যেটা ইনফেন ডায়রিয়া, ডায়রিয়া, ইনফেন ডায়রিয়া

প্রশ্নর্কতা:এটা ডায়রিয়ার জন্য দেন। তারপরে?

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া। যেটা দাঁতে রক্ত পড়লে যেটা

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ডেন্টাল ক্যারেজ বলে নাকি এটাকে

উত্তরদাতা:এটা ডেন্টাল ফাংগাল

প্রশ্নর্কতা:ডেন্টাল আচ্ছা দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। বাংলায় লিখে রাখলাম। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া।

উত্তরদাতা:মেট্রোনিডাজল এর সাথে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:মেট্রোনিডাজল তো এন্টিবায়োটিক না?

উত্তরদাতা:মেট্রোনিডাজল এক ধরনের এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:মেট্রোনিডাজল। ঐযে ফ্ল্যাজিল। ১:১০:০০

উত্তরদাতা:ফ্ল্যাজিল। এগুলা ফার্স্ট টার্মিনাল নরমাল এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:এটা?

উত্তরদাতা:এটা নিডাজক্সানাইড।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এটা আমরা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। আচ্ছা। সেকেন্ড জেনেরেশন আর এটা ফার্স্ট জেনেরেশন। এটা হচ্ছে ডায়রিয়ার জন্য দিচ্ছেন মেট্রোটা। ডায়রিয়া।

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া , মুখের ব্লাডিং বা

প্রশ্নর্কতা:মুখের সমস্যা, দাঁতে রক্ত পড়া

উত্তরদাতা:আমাশয় বা আমাশয় জনিত পেট ব্যথা। ইত্যাদি।

প্রশ্নর্কতা:আমাশয়, পেট ব্যথা। ইত্যাদি। তো ভাই, এখানে একটা সাইন লাগবে। আপনি যে আমাকে অনুমতি দিছেন এটা তার ইয়ে। এখানে একটা সাইন লাগবে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি ব্যবসার। এবং আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

উত্তরদাতা:সতের। না?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। তো ভালো থাকবেন। আল্লাহ যদি বাঁচায় যদি কোন সময় কোন কাজে আসি, তো দেখা হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আসসালামুআলাইকুম।